ফল দিও। এখন চলুন, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করি।—রাজাকে সান্ত্বনা করি।"

বাকিংহাম্‌কে সঙ্গে লইয়া মহাপাপ গ্লষ্টর রাজার শয়নকক্ষে গমন করিল।

পাঠক পাঠিকা সয়তানের সকল কার্য্যই দেখিতেছেন,—আমাদের আর টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক।

---

(৬)

দুর্ভাগ্য ক্লালেন্সের দুইটি শিশু পুত্রকন্যা ছিল। অবোধ বালক বালিকা দুটি, তাহাদের বৃদ্ধা পিতামহীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, বারংবার তাহাদের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শোকসন্তপ্তা পিতামহী,—কোন্ মুখে পুত্রের নিধনবার্ত্তা,—সেই দুধের বাছা পৌত্র ও পৌত্রীর নিকট প্রকাশ করিবেন?

বালক বলিল, "বলো,—বলো, ঠাকুর মা! বাবা আমাদের কি ম'রে গেছেন?"

পিতামহী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না বাছা, না।"

বালক। কেন তবে তুমি বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌চ, আর মধ্যে মাঝে বল্‌চ—'ও ক্লারেন্স,—আমার দুর্ভাগ্য পুত্র!'

এবার বালিকা বলিল, "কেন ঠাকুর মা, তুমি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে আমাদের মুখ-পানে চা'চ্ছ, আর মাথা কাঁপিয়ে বল্‌চ—'হতভাগা,—মা-বাপ-খেকো,—পোড়া-কপালে!'—বাবা যদি বেঁচেই থাক্‌বে,—তবে তুমি এরূপ বল্‌বে কেন?"

পিতামহী। না বাছা, তোরা ভুল বুঝ্‌চিস। আমি আমার বড় ছেলে রাজার জন্যে কাঁদ্‌চি। জানিস নে, রাজার বড় বাড়াবাড়ি ব্যামো;—সেই জন্যেই আমি কাঁদ্‌চি। তোদের বাপের মৃত্যুতে আমি কাঁদি নে।—কারণ যে গেচে, তার জন্যে আর কেঁদে ফল কি?

বালক। তবে—তবে ঠাকুর মা, তুমি মেনে নিলে,—বাবা আমাদের নাই?—ওঃ! রাজা এজন্যে সকলের কাছে নিন্দিত হ'বেন।—ঈশ্বর তাঁর শাস্তি দিবেন।—এজন্য আমি প্রতিদিন প্রার্থনাও করব।

বালিকা। আমিও করবো,—ঠাকুর মা!—হায়, বাবা আমাদের নাই?

পিতামহী। আহা, দুধের বাছারা রে! চুপ কর্, চুপ কর্। রাজা তোদের ভাল বাসেন। তোরা জানিস নে, তোদের পোড়া-কপালে-বাপের হত্যার কারণ কে?

বালক। হাঁ ঠাকুর মা, আমি তা জানি। দয়ার শরীর কাকামশাই গ্লষ্টর আমাকে তা ব'লেচেন। ব'লেচেন যে, রাণীর উত্তেজনায়,—রাজা, আমার নিরপরাধ বাবাকে কয়েদ ক'রেচেন। আহা, কাকা গ্লষ্টর এই কথা বলেন আর কাঁদেন! শেষে আমার মুখে চুমো খেয়ে বলেন, "বাছারে, দুঃখ করিস নে,—আমিই তোদের বাপের মত ভাল বাস্‌বো,—তোরা আমার সন্তান তুল্য হবি!"

পিতামহী। ওঃ, নিষ্ঠুর পিশাচ-প্রকৃতি গ্লষ্টর!—তোর মনেও এত ছিলরে! তুই আমার স্তন্যদুগ্ধ খেয়েচিস বটে,—কিন্তু তুই কখন আমার ছেলে নোস,—শত্রু!

বালক। তবে ঠাকু' মা, তুমি কি কাকাকে আমার কপট ভাবো?

পিতামহী। আ, দুধের বাছা!

বালক। না ঠাকুমা, আমি এ বিশ্বাস করি না।—শোন শোন, কি রকম গোলমাল হ'চ্চে?——

অনুচরবর্গের সহিত রাণী এলিজাবেথ্ বিলাপ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাণী বলিতে লাগিলেন,

"হায়, কে আমার সাধে বাদ সাধিল? কে আমার আশালতা নির্ম্মূল করিল? কোন্ পাপে আমার এমন কপাল পুড়িল?"

রাজ-মাতা জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে, কেন তুমি এমন অধৈর্য্য হইয়া বিলাপ করিতেছ?"

এলিজাবেথ্। হায় মা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—আমার জীবনসর্ব্বস্ব,—তোমার পুত্র,—রাজা এডওয়ার্ড আর এ পৃথিবীতে নাই!—তাঁহার পবিত্র আত্মা সেই অনন্তধামে গমন করিয়াছে!

রাজ-মাতা। ওঃ, কি সর্ব্বনাশ,—কি শোকাবহ সংবাদ! আমার প্রিয়তম পুত্র,—তোমার গুণবান্ স্বামী,—আর ইহলোকে নাই? হায়, কাঁদিতে কাঁদিতেই

আমার জন্ম গেল! স্বামি-বিরহ অনেক কষ্টে সহিয়া আছি,—তার উপর দুই দুই গুণধর বংশধর চলিয়া গেল,—আর আমি বাঁচিয়া রহিলাম! হায়, স্বামীর প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে দুইখানি দর্পণে আমি স্বামীর প্রতিকৃতি দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম, কপালদোষে, সে দুইখানি দর্পণই একে একে হারাইলাম,—আর অবশিষ্ট একখানি ঝুটা দর্পণ পড়িয়া রহিল,—আমাকে আরও কষ্ট দিবার জন্যই রহিল! কৈ, তাহাতে তো স্বামির প্রতিবিম্ব এতটুকুও দেখিতে পাই না? তাহার পানে চাহিলে, ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়।—মা আমার! তুমি স্বামী হারাইয়াছ, তথাপি পুত্রের জননী আছ; আর আমি মা, পতি-পুত্র দুই-ই হারাইয়াছি!—ও এডওয়ার্ড,—ও ক্লারেন্স! কোথায় তোমরা? একবার আসিয়া দুঃখিনী জননীকে দেখা দাও।"

এইবার সকলে মিলিয়া বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল। ক্লারেন্সের বালক-বালিকা দুটি,—"কোথায় পিতা—কোথায় পিতা" বলিয়া কাঁদিল; রাজ-জননী "এডওয়ার্ড ও ক্লারেন্স" বলিয়া বিলাপ করিলেন; আর রাণী এলিজাবেথ "হা স্বামী এডওয়ার্ড" বলিয়া ধরাতল নিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

শেষ রাজমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হায়, তোমাদের ক্রন্দন এক-এক জনের জন্য;—আর আমার এ বিলাপ-অশ্রু সকলেরই জন্য।—আমিই তোমাদের দুঃখের ধাত্রীস্বরূপা।"

ডরসেট নামে রাজার এক সভাসদ বলিলেন, "জননি! এরূপ বিলাপ করা আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর শোভা পায় না। যে যাবার, সে গিয়াছে,—যাঁর ধন, তিনি লইয়াছেন,—এখন ইহা ভিন্ন আমাদের আর সান্ত্বনা কি?—মা আমার, পৃথিবীর গতিই এই। তবে কেন বৃথা ক্রন্দনে সকলকে শোকাকুলিত করেন?"

রাজ-শ্যালক রিভার্স—ভগিনী এলিজাবেথকে বলিলেন, "আর্য্যে! পুত্রের মুখ চাহিয়া, এখন আপনাকে পাষাণে বুক বাঁধিতে হইবে। সকল দুঃখ দূর করুন। প্রাণাধিক ভাগিনেয়কে আনিতে লোক পাঠান। মহারাজ এডওয়ার্ডের শূন্য সিংহাসনে, যুবরাজ এডওয়ার্ডকে উপবিষ্ট দেখিয়া সুখী হউন।"

এই সময় গ্লষ্টর, বাকিংহাম প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। সকলেই সময়োচিত বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

রাজমাতা,—গ্লষ্টরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ব । । তোমার মঙ্গল করুন। তোমার অন্তঃকরণে শান্তি, স্নেহ, দয়া, ভালবা. , বিনয় এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিরাজিত হউক।"

গ্লষ্টর বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল, "আহা, মা আমার কি আশীর্ব্বাদই করিলেন! অর্থাৎ আমি কি না একটা গো-বেচারী,—তুনিয়ার অকর্ম্মণ্য,—বুড়ো-হুড়ো হ'য়ে কোন রকমে প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকি!"

বাকিংহাম রাণীকে বলিলেন, "দেবি! তবে আপনার পুত্রকে আনিবার আয়োজন করুন। তাঁহাকে বেশী লোকজন সমভিব্যাহারে জাঁক-জমক করিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই।—কারণ এ কার্য্যে অনেক বিঘ্ন আছে। কোন রকমে তাঁকে সিংহাসনে উপবেশন করানোই এখন আমাদের প্রধান কাজ।

রাণী এলিজাবেথ,—পুত্রকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে, লোকজনসমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। আর আর সকলেও চলিয়া গেল। তখন গ্লষ্টর ও বাকিংহাম কি পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শে স্থির হইল যে, রাণীর আত্মীয় স্বজনকে,—এখন হইতে শিশু রাজার সহিত মিশিতে দেওয়া হইবে না,—তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে।

এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে রাজ্যমধ্যে একটা মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কারণ যুবরাজ এডওয়ার্ড বালকমাত্র;—তিনি নামমাত্র রাজা,—গ্লষ্টরই সর্ব্বেসর্ব্বা। সুতরাং সেই পাপিষ্ঠ কখন কি করিয়া বসে,—সকলেরই তাহা বিষম ভাবনার বিষয় হইল। পাপিষ্ঠের গুণাগুণ তো কাহারও নিকট অবিদিত নাই!

ফলে, ঘটিলও তাই। রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গ্লষ্টর,—রাণীর কয়েকজন আত্মীয়কে কারারুদ্ধ করিল। ইহার পরিণাম যাহা হইল, তাহা পরে বলিব। দুর্ভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথ,—এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া, ধর্ম্মযাজকের পরামর্শে, আপনার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি,—ধর্ম্মাশ্রমে রক্ষা করিলেন। আর এদিকে, পিশাচের পৈশাচিক ক্রিয়া সমভাবে চলিতে লাগিল।

---

(৭)

রাজপুত্র এডওয়ার্ড, পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার জন্য আনীত হইলেন। তাঁকে সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত গ্লষ্টর, বাকিংহাম প্রভৃতি উপস্থিত

হইল। চতুর গ্লষ্টর তাহার স্বভাবসুলভ আপাতমধুরবাক্যে রাজপুত্রকে তুষ্ট করিতে লাগিল। বলিল, "দেখিতেছি, পথশ্রমে আপনি বড় ক্লিষ্ট হইয়াছেন।"

রাজপুত্র। না, বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই,—তবে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে।——আমার অভ্যর্থনার্থ আপনার ন্যায় আমার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকেও এখানে দেখিতে পাইব, আশা করিয়াছিলাম।—তাঁহারা কেহ উপস্থিত হন নাই যে?

গ্লষ্টর। যুবরাজ, আপনি সরল-বুদ্ধি বালক; পৃথিবীর ভাব-গতিক সম্যক্ অবগত নন,—তাই বেশী লোকের সংশ্রব,—আনন্দজনক বোধ করিতেছেন! কিন্তু দেখুন, এ বড় বিষম ঠাঁই!——আপনি কি মনে করেন, আপনার এই উচ্চ রাজসম্মান সকলের ভালো লাগিবে? মানুষের অন্তর গরলতায় পূর্ণ। তাহারা মুখে মধু—হৃদে বিষ লইয়া সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে। এমত অবস্থায়, যত কম লোকের সহিত সংশ্রব হয়, ততই মঙ্গল।

রাজপুত্র। ঈশ্বরেচ্ছায়, আমার এরূপ কপট-বন্ধু পৃথিবীতে একজনও নাই।

এই সময় লর্ড মেয়র প্রভৃতি,—মৃতরাজার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সদস্য তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা রাজপুত্রকে যথোচিত অভিবাদন এবং সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিলেন।

যুবরাজ মেয়রকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার মা ও ছোট ভাই,—এখানে আসিতেছেন দেখিলেন? হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য গিয়াছেন, কিন্তু কৈ, এখনও তো কাহারও দেখা পাইতেছি না।"

এই সময়ে হেষ্টিংস্ সেখানে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যুবরাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, আমার মা আসিলেন না?"

হেষ্টিংস্ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "যুবরাজ! কেন জানি না, তিনি তো আসিলেনই না,—উপরন্তু আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়র্ককেও আসিতে দিলেন না,—তাঁহাকে লইয়া তিনি ধর্ম্মাশ্রমে গেলেন।"

এ কথায় বাকিংহাম কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ বড় অন্যায় কথা! নিজে আসিলেন না, ছেলেটিকেও আসিতে দিলেন না? (একজন রাজ-কর্ম্মচারীর প্রতি) এইবার আপনি একটু কষ্ট করিয়া যান,—মাননীয়া রাণী এবং কনিষ্ঠ রাজকুমারকে এখানে লইয়া আসুন।"

সেই ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, "মহাশয়, একে তো আমার তেমন বাক্য-কৌশল নাই,—তাহার উপর রাণীর যদি সত্য সত্যই এখানে না আসিবার ইচ্ছা থাকে, তো, শেষে কি আমি একটা মিছা গণ্ডগোল বাধাইয়া, সেই পবিত্র আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিব?—বৃথায় কেন এ পাপ-ভার বহন করি?"

বাকিংহাম। না, আপনি দেখিতেছি, দিন দিন কেমন এক রকমেরই হইয়া যাইতেছেন!—আমি কি তাই বলিতেছি? আমার বলার উদ্দেশ্য এই, সংসার-বিরাগী সাধু-সজ্জন, কিংবা পতিত ব্যক্তিই,—ধর্ম্মাশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত,—রাণীর বা রাজপুত্রের তো সে স্থান নয়!—আপনি এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া, তাঁহাদিগকে আনুন না? লর্ড হেষ্টিংস্ মহাশয়ও না হয় আর একবার একটু কষ্ট করিয়া আপনার সহিত যাইতেছেন।

অগত্যা সেই ব্যক্তি ও হেষ্টিংস,—রাণীর উদ্দেশে গমন করিলেন।

এইবার যুবরাজ এডওয়ার্ড,—গ্লষ্টরকে বলিলেন, "পিতৃব্য মহাশয়, যদি আমার ভাই আসেন, তাহা হইলে, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন না করা পর্য্যন্ত, আমরা কোথায় অবস্থিতি করিব?"

সয়তান এক-গাল হাসিয়া বলিল, "আপনার রাজ্য,—আপনার সকলই,—যেথায় থাকা সুবিধাজনক বোধ করিবেন, সেইখানেই থাকিবেন।—তবে আমার বোধ হয়, দুই এক দিনের জন্য রাজদুর্গে থাকাই প্রশস্ত। সেখানে যদি আপনার স্বাস্থ্য ভালো না থাকে, কিংবা মন না টিঁকে,—তবে, যেখানে বলিবেন, আমি সেইখানে আপনাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

রাজপুত্র। না, দুর্গে বাস করা, আমি পছন্দ করি না।

তার পর অন্যান্য অনেক কথা হইল। সকল কথাতেই রাজপুত্রের দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, সদুদ্দেশ্য ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর মনে মনে বলিল, "না, এমন উন্নতমনা বুদ্ধিমান্ বালককে অধিক দিন পৃথিবীতে রাখাটা কিছু নয়। সুখ-বসন্তের স্থায়িত্বকাল অতি অল্পই হইয়া থাকে।"

এই সময়ে কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া, সেই দুই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। এ কথার পর কনিষ্ঠ রাজপুত্র ইয়র্ক, গ্লষ্টরকে বলিলেন, "পিতৃব্য মহাশয়!

আপনি না একদিন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "অসার আগাছাগুলা খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে,—কিন্তু ফুলফলযুক্ত উপকারী গাছ বাড়িতে অনেক বিলম্ব হয়? তা দেখুন,—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজা, দাদা আমার,—কেমন বাড়িয়া উঠিয়াছেন!"

গ্লষ্টর কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বৎস, এমন কথা বলিও না,—উনি এখন আমাদের প্রভু।"

ইয়র্ক। সুতরাং অলস-প্রকৃতি।

গ্লষ্টর। না, প্রিয় ইয়র্ক, আমি এমন কথা কখন বলি নাই।

ইয়র্ক। তবে এখন আপনি ওঁর দিকে হ'চ্চেন?

গ্লষ্টর। উনি এখন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; আর তুমি আমার স্নেহ-ভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র।

ইয়র্ক। কাকা, আপনার এই ছুরিখানি আমায় দিবেন?

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। কি ভাই, ভিক্ষুকের মত প্রার্থী হইলে?

ইয়র্ক। না দাদা,—আমি জানি যে, খুল্লতাত মহাশয় ইহা স্ব-ইচ্ছায় আমাকে দিবেন; কারণ ইহা একটি সামান্য খেলনা মাত্র।—ইহা দিতে তাঁহার কোন কষ্ট বা ক্ষতিও নাই।

এইরূপ নানা কথার পর গ্লষ্টর বলিলেন, "চলুন যুবরাজ, সেই দুর্গেই চলুন; তথায় আপনার জননীর সাক্ষাৎ পাইবেন। তার পর যেখানে ইচ্ছা, আপনি থাকিবেন।"

এবার অগত্যা যুবরাজ এডওয়ার্ড দুর্গে যাইতে সম্মত হইলেন।

ইয়র্ক। কি, আমাদিগকে সেই দুর্গে যাইতে হইবে?

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। পিতৃব্য গ্লষ্টরই সেখানে আমাদিগকে দেখিবেন-শুনিবেন।

ইয়র্ক। আমি সেখানে নির্ভয়ে ঘুমাইতে পারিব না।

গ্লষ্টর। কেন, ভয় কি?

ইয়র্ক। না, সেখানে পিতৃব্য ক্লারেন্সের ভীষণ প্রেতাত্মা আছে। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, সেইখানে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। মৃত ব্যক্তিকে আবার ভয় কি?

রাজপুত্রদ্বয় অনুচরবৃন্দের সহিত চলিয়া গেলেন।

বাকিংহাম গ্লষ্টরকে বলিল, "কনিষ্ঠ রাজপুত্রটি কি চতুর? কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, চাল-চলন,—সকল বিষয়েই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্লষ্টর। হাঁ, এই বালক সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতৃভাব পাইয়াছে।—চতুর, সাহসী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্ষিপ্রগতি ও স্পষ্টভাষী।

তার পর উভয়ের মধ্যে এই ভীষণ অভিসন্ধি চলিতে লাগিল,—কিসে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে গ্লষ্টর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়!

লর্ড হেষ্টিংস্ রাজার এক প্রিয় অমাত্য। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে হাত করা আবশ্যক,—ইহাই স্থির হইল। শেষে এমনও ঠিক হইল, হেষ্টিংস্ যদি একান্তই রাজপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াও, পথ নিষ্কণ্টক করা হইবে

মহামতি হেষ্টিংস্ সত্য সত্যই একান্ত প্রভুভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপন প্রাণ দিয়াও, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করাইবেন। কারণ পাপিষ্ঠ গ্লষ্টরকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন।

হেষ্টিংসের এক বন্ধু,—ভীষণ এক স্বপ্ন দেখিয়া, হেষ্টিংস্‌কে জানাইলেন, "সাবধান হউন,—চলুন, এ পাপরাজ্য ত্যাগ করিয়া অদ্যই স্থানান্তরে চলিয়া যাই;—নচেৎ প্রাণ যাইবে।—গ্লষ্টরের ভীষণ চক্রান্তে কেহই বাঁচিব না।"

হেষ্টিংস বন্ধুর কথা শুনিলেন না,—যুবরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবেন, মনস্থ করিলেন।

---

(৮)

এদিকে রাণীর কয়জন দুর্ভাগ্য আত্মীয়,—রিভার্স, গ্রে ও ভাঘান্,—বধ্যভূমিতে আনীত হইলেন। রিভার্স বলিলেন, "হায়, আজ শেষ দিন! বিনা-দোষে আমি মরিলাম!"

[illegible] হা ঈশ্বর! এখন সেই নিরীহ যুবরাজকে রক্ষা করিও। চারিদিকে [illegible] তিনি বেষ্টিত।

[illegible] হায় ভীষণ বধ্যভূমি! তুমি কি ভয়ঙ্কর স্থান! কত নির্দ্দোষ মানুষ [illegible] এখানে হইয়াছে। সহস্র আঁখি বিস্তার করিয়া নির্ম্মম পাষা-

গের ন্যায় দেখ,—আজও এই তিনজন দুর্ভাগ্য,—তোমার এখানে প্রাণ দিতে আসিয়াছে!

গ্রে। হায়! মার্গারেটের অব্যক্ত অভিশাপ আজ ফলিল!

রিভার্স। হাঁ, ঈশ্বর সেই প্রতিফল আজ আমাদিগকে দিলেন।—ভগবন! এখন আমার সেই অভাগিনী ভগিনী ও দুর্ভাগ্য ভাগিনেয় দ্বয়কে রক্ষা করিও। পাপ গ্লষ্টরের পাপ অভিসন্ধিতে, তাঁহারা যেন এইরূপ নিষ্ঠুর উপায়ে হত না হন!

পাঠকের স্মরণ আছে, এই রিভার্স,—রাণী এলিজাবেথের সহোদর। সুতরাং ইহাঁর উপর গ্লষ্টরের বড়ই রাগ।

যথাসময়ে ঘাতক আসিয়া, একে একে ইহাদিগকে হত্যা করিল।

গ্লষ্টর এইরূপ একে একে অনেককে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিল। তাহার বিরুদ্ধে যাঁহাদের এতটুকুও দাঁড়াইবার সম্ভাবনা ছিল বা আছে, একে একে সকলকেই সে প্রাণে মারিয়াছে এবং মারিতেছে। পাপিষ্ঠ, নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবে,—ইহাই অন্তরের একমাত্র কামনা। সে কামনা সিদ্ধ করিতে,—যত কিছু অনর্থ, চক্রান্ত, পাপ, নিষ্ঠুরতা পৃথিবীতে থাকিতে পারে, সকলই করিতে,—পাপিষ্ঠ প্রস্তুত। এখন ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও কৌশলে হত্যা করিবার চেষ্টায়,—সে ফিরিতেছে। অকৃতজ্ঞ ও নীচাশয় ব্যক্তিরাও,—হীন প্রলোভনে,—গ্লষ্টরের মহাপাপের সহায় হইয়াছে। তাহার ফলে একদিন সেই উন্নতমনা হেষ্টিংসকেও ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। কথার ছিলায়, পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর,—হেষ্টিংসের প্রাণদণ্ড করিল। চারিদিকে ভীতি, আশঙ্কা, উদ্বেগ,—মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল।

শেষ, রাজ্য-লালসায় অন্ধ,—দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য,—মহাপাপ গ্লষ্টর,—এমন এক ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিল, যাহা ভাবিলেও অন্তর শিহরিয়া উঠে।

দশের নিকট আত্মসম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখা,—দুরাকাঙ্ক্ষপরায়ণ মহাপাপীদিগের একটা কৌশল। যে কোন উপায়ে হউক, তাহারা সে কৌশল অব্যাহত রাখে।

রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী,—এডওয়ার্ডের পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া, সেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে, গ্লষ্টর কৃতসঙ্কল্প হইল। সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিল, তাহার ভ্রাতৃজায়া,—বিধবা রাণী এলিজাবেথ্—অসতী,

সুতরাং রাজপুত্রগণ জারজ-সন্তান। এই বলিলেই নাকি মূর্খ নাগরিকগণ এবং প্রজাসাধারণ যুবরাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে,—ইহাই পাপিষ্ঠের একটা ঘৃণিত কৌশল। পাপের পরিমাণ এইখানেই শেষ হইলেও কথা ছিল না; কিন্তু অতঃপর সেই মূর্ত্তিমান্,—কি বলিব, ভাষায় ঠিক সম্বোধন পাই না,—বিশেষণেও কুলায় না,—সেই মূর্ত্তিমান্ শনি,—এমন এক বিষম উপায় উদ্ভাবন করিল, যাহা মনে করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। গ্লষ্টর বাকিংহামকে বলিল যে, তাহার মাতার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ছিল না। কারণ মৃতরাজা এডওয়ার্ড ভূমিষ্ঠ হইবার বৎসরাধিক পূর্ব্ব হইতে, তাহার পিতা ফ্রান্সে ছিলেন। আরও এক প্রমাণ, এডওয়ার্ডের আকৃতি তাঁহার পিতার মত ছিল না। কিন্তু গ্লষ্টরের জন্মসম্বন্ধে, কাহারও এতটুকু সন্দেহ উঠিতে পারে না,—কারণ সে, অনেকাংশে তাহার পিতৃ-আকৃতি পাইয়াছে। তবেই বুঝা গেল, এডওয়ার্ডও একরূপ জারজ-সন্তান। সেই জারজ-সন্তানেরই আবার জারজ পুত্র হইতেছেন,—বর্ত্তমান যুবরাজ,—ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী!—এমন ব্যক্তির রাজ্যভার গ্রহণে কি সাধারণের মনে ঘৃণার উদয় হইবে না? সুতরাং এমন অবস্থায় গ্লষ্টরের সিংহাসন-লাভ,—লোক-সমাজে কলঙ্কের বিষয় হইবে না। শেষ মহাপাপী কি ভাবিয়া, পাপ সহচরকে বলিল, "তা মায়ের সম্বন্ধে এ কথাটা আপাতত প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। আবশ্যক হয় ত, এ কথা পরে প্রকাশ করিও। কিন্তু এডওয়ার্ড-পত্নী এলিজাবেথ্ যে অসতী এবং তাঁহার পুত্রগণও যে জারজ,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করো।"

বাকিংহামের সহিত এই সব পরামর্শ করিয়া পাপিষ্ঠ মনে মনে বলিল, "রাজা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এডওয়ার্ডের দুই পুত্রকে নিহত করিতে হইতেছে।—নচেৎ ভবিষ্যতে অনেক বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।"

গ্লষ্টর পুনরায় বাকিংহামকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যে, বাকিংহাম যেন মূর্খ নাগরিকগণের এবং পার্শ্বচর অনুচরগণের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, রাণী এলিজাবেথ্ অসতী,—এবং তাঁহার দুই পুত্রও জারজ।—তাহা হইলে সিংহাসনলাভে তাহার আর কোন প্রকার চক্ষুলজ্জাও থাকিবে না।—মূর্খগণের মধ্যে এই কথার আলোচনা হইতে হইতে, দেশের গণ্যমান্য লোকগণও ক্রমে ইহা বিশ্বাস করিবে।—সয়তানের ষড়যন্ত্রটা দেখিলে?

শেষ পাপিষ্ঠ,—বাকিংহামকে ইহাও বলিয়া দিল যে, বাকিংহাম যেন নাগরিকগণকে এবং অনুচরদিগকে লইয়া এই বিষয়টা তুমুলরূপে আন্দোলন করে। তারপর সকলে যখন তাহাকে রাজাসনে বসিতে অনুরোধ করিবে,—তখন সে মুখে 'না—না' বলিয়া অনিচ্ছার ভাব দেখাইবে। শেষে যেন সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অনিচ্ছার সহিত রাজদণ্ড গ্রহণ করিবে।—অন্ততঃ সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া চাই। তাহা হইলে পাপিষ্ঠের বাহিরের সম্মানও কতকটা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং কার্য্যোদ্ধারও সহজে হইবে।

---

(৯)

রাণী এলিজাবেথ্ বড় আশা করিয়া পুত্রকে দেখিতে উৎসুক আছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, পুত্রের সহিত তিনি দেখা করিতে পারিবেন না। যে লোক আসিয়া এই সংবাদ দিল, গ্লষ্টরের উপদেশমত সে বলিল, যুবরাজ নিজেই এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন,—আপাততঃ মাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না।

ইহাতে রাণী এলিজাবেথ্ ও বৃদ্ধা রাজমাতা প্রভৃতির আশঙ্কা বাড়িল। রাজ্যমধ্যে কেবলই হত্যা, আকস্মিক মৃত্যু, রক্তপাত,—এই সব চলিতেছে;—তাহার আর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সেই ক্লারেন্সের মৃত্যু হইতে আজ পর্য্যন্ত কত বড় বড় লর্ড ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু হইল! সকলই যে মহাপাপ গ্লষ্টরের চক্রান্ত, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। রাণী এলিজাবেথ্ সদুঃখে বলিলেন, "আর আমার পুত্রের রাজা হইয়া কাজ নাই,—কোন রকমে তারা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলেই আমি সুখী হইব।"

বর্ষীয়সী রাজমাতা বলিলেন, "বিধাতঃ! আমার কপালে এতও লিখিয়াছিলে! যাহারা সংসারের সুখ, নয়নের আনন্দ, দশের আশা-ভরসাস্থল,—তাহারা চলিয়া গেল,—আর এই হতভাগ্য, নিষ্ঠুর, পিশাচ-প্রকৃতি গ্লষ্টর বাঁচিয়া রহিল!—হায়, এমন কুলাঙ্গারকেও আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম?"

পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর বাকিংহামের সাহায্যে, মৃতরাজা এডওয়ার্ডের পুত্রদ্বয়কে

গলে অবরুদ্ধ করিল। তারপর মূর্খ নাগরিকগণকে তোকবাকো ভুলাইয়া, রাজ-মুকুট পরিয়া, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইল,—এবং ডিউক অব র পরিবর্ত্তে "তৃতীয় রিচার্ড" নাম গ্রহণ করিল। পাপিষ্ঠ এখন রাজপুত্র- হত্যা করিয়া, পথ একেবারে নিষ্কণ্টক করে,—ইহাই কামনা।

মন্ত্রণাদাতা, মন্দমতি বাকিংহামকে,—গ্লষ্টর এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা । বলিল, "এ বিষয়ে আপনার মত কি? শীঘ্র—সংক্ষেপে বলুন।"

বাকিংহাম এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার ভালো বোধ হয়,—করুন।"

রিচার্ড। সে কি হে! এমন মন-রাখা কথা বলিলে যে?—তবে কি ত তোমার মত নাই?

কিংহাম। আজ্ঞে মহারাজ, আমাকে একটু শ্বাস ফেলিতে দিন,—একটু অবসর দিন,—আমি একটু ভাবিয়া এ বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দেই।

রিচার্ড। (রাগিয়া) আর উত্তর শুনিতে চাই না,—আমার কাজ আমিই করিব।

মনে মনে বলিল, "বাকিংহাম, তোমাকে আর অধিক দিন আমার মন্ত্রণাগারে থাকিতে হইতেছে না!"

বাকিংহাম স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

পাপিষ্ঠ এক উপায় ঠাওরাইল। অর্থের লোভ দেখাইয়া,—টিরেল নামে এক ঘাতককে নিযুক্ত করিল।—সে গিয়া নিশীথে, সেই নিদ্রিত শিশু রাজপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিবে!

এই সময়ে ষ্টান্‌লি নামে রিচার্ডের এই অনুচর আসিয়া বলিল, মহারাজ! "মারকুইস ডরসেট পলাইয়া রিচমণ্ডের কাছে গিয়াছে।"

রিচার্ড। তা যাক্, সে জন্য ভাবি না। তবে রিচমণ্ডের জন্য কিছু আশঙ্কা হয় বটে। প্রবাদ শুনিয়াছি, এই রিচমণ্ডই ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিবে।—এখন তুমি এক কাজ করো। সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দাও, আমার নবপত্নী এন্‌,—সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত,—বাঁচিবার আশা নাই। আর একটা নীচ-ঘরের একটা পাত্র ঠিক করো,—ক্লারেন্সের

মেয়েটার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। ক্লারেন্সের ছেলেটার জন্য আমি না,—সেটা একটা বোকা-হাবা ছোঁড়া মাত্র।

ষ্টান্‌লি "যথা আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পাপিষ্ঠ ভাবিল, "আগে এডওয়ার্ডের ছেলে দুটোকে সাবাড় করি; পর তার মেয়েটাকে আমি বিবাহ করিব। তাহাকে বিবাহ করিতে পা ভবিষ্যতে আমার সিংহাসন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে।——ওঃ! পাপ-প পিচ্ছিল! পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আমি পাপের সঙ্গে একেবারে মাথামাখি যাছি,—এখন আর এ পথ পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই।"

এই সময়ে টিরেল্ নামে সেই ঘাতক আসিল।

রিচার্ড তাহাকে বলিল, "তুমিই যথার্থ টিরেল?"

টিরেল। আজ্ঞা হাঁ, আমি আপনারই একজন অনুগত প্রজা।

রিচার্ড। সত্যই অনুগত?

টিরেল। মহারাজ, প্রমাণ লউন।

রিচার্ড। আচ্ছা, তুমি আমার একজন বন্ধুকে নিহত করিতে পারো?

টিরেল। মহারাজ অনুমতি করিলে, একজন কেন,—আমি দুইজনকে হত্যা করিতে পারি।

রিচার্ড। হাঁ, একজন কেন,—দুই জনই তো বটে! তারা আমার ঘোর শত্রু। নিদ্রিত অবস্থায় তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে।—টিরেল, সেই দুইজন জারজ-শিশু দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

টিরেল। ভালো, আপনি আমার সেখানে যাইবার উপায় করিয়া দিন,—আমি এখনি আপনার আদেশ পালন করিয়া, আপনার সকল উৎকণ্ঠা দূর করিব।

রিচার্ড। বাঃ, বাঃ, তোমার কথাগুলি সঙ্গীতের ন্যায় মিষ্ট!

এই বলিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। শেষে বলিল, "দেখ, এই কার্য্য সমাধা করিলে, আমি তোমাকে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিব।"

টিরেল। আমি অবশ্যই রাজাদেশ পালন করিব।

রিচার্ড। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আমি এ সংবাদ পাইব কি?

টিরেল। আজ্ঞা হাঁ, তাহাই হইবে।

টিরেল চলিয়া গেল। এই সময়ে বাকিংহাম আসিয়া তাহার পুরস্কারের কথা রিচার্ডকে জানাইল। রিচার্ড যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিতে পাইল না। এক কথায় আর উত্তর দিল। এবার বাকিংহাম স্পষ্ট বলিল, "মহারাজ, আমার নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা পাইব না কি?"

রিচার্ড যেন সে দিকেও নাই,—পূর্ব্ববৎ এক-কথায় আর-উত্তর দিতে লাগিল। শেষ বাকিংহাম সদুঃখে বলিল, "আপনি তাহা হইলে আমাকে নিরাশ করিলেন?"

এবার রিচার্ড বিরক্তির সহিত বলিল, "বাজে লোকের মত বার বার ও কি যাচিঞা করিতেছ?"

রিচার্ড প্রস্থান করিল। বাকিংহাম মনে মনে বলিল, "হা, এত সাধের পুরস্কার শেষে এই হইল? এরি মধ্যে সব ভুলিয়া গেল?—ওহো! আমিই না ইহাকে রাজাসনে বসাইলাম?——থাক্, হেষ্টিংসের পরিণামটা আমার এক-বার ভাবা দরকার। কাজ নাই আর পুরস্কারে,—এখন এখান হইতে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচি।"

এদিকে সেই নরঘাতক টিরেল,—তাহার দুইজন লোকদ্বারা, রিচার্ডের কথা মত, সেই নিদ্রিত রাজপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিল। হত্যার পর মনে মনে বলিল,

"ওঃ! কি ভীষণ কার্য্যই করিলাম! জীবনে অনেক মহাপাতক করিয়াছি, কিন্তু এমন লোমহর্ষণ পৈশাচিক কাজ আর কখন করি নাই! আমার সঙ্গি-দ্বয়—যাহারা নিষ্ঠুরতা ও চণ্ডালতায় সম্পূর্ণ অভ্যস্থ হইয়াছে, তাহাদের একজন এই ভীষণ কার্য্য করিয়া, শিশুর ন্যায় করুণার্দ্র হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিয়াছে,—"যেন দুইটি নিদ্রিত দেব-শিশু,—নির্ম্মল মর্ম্মর প্রস্তর বাহু দিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ঘুমাইয়া আছে;—যেন চারিটি ফুল্ল লোহিত অধর,—নব বসন্তে প্রস্ফুটিত,—বৃন্তস্থিত চারিটি গোলাপ ফুলের ন্যায়,—পরস্পরকে চুম্বন করিতেছে!—তাহাদের উপাধান নিম্নে ধর্ম্মগ্রন্থ খানি রহিয়াছে!" অন্যজন উন্মত্তের ন্যায় বলিয়াছে,—"আমার পিশাচ অন্তঃকরণও দ্রবীভূত হইয়াছিল। অহো! আমরা প্রকৃতির দুইটি চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি বিনষ্ট করিয়াছি!—মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়,—তুচ্ছ অর্থের জন্য আমাকে এই পিশাচের কাজ করিতে হইল!"

রিচার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি টিরেল, সংবাদ কি?—শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইব?"

টিরেল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মহারাজ, আপনার সুখের জন্য,—যে কার্য্যে আপনি আমাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন,—যদি শুনিয়া সুখী হন, তবে বলি,—সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে!"

রিচার্ড। তুমি স্বয়ং স্বচক্ষে তাহাদিগকে মৃত দেখিয়া আসিয়াছ?

টিরেল। আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ!

রিচার্ড। ভালো ভালো, তোমার এই কার্য্যে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে আমি রীতিমত পুরস্কার দিব।—কিসে তোমার ভালো করিতে পারি, এখন তাই ভাবি।—এখন তবে বিদায় হও।

টিরেল চলিয়া গেল।

রিচার্ড ভাবিতে লাগিল, "একে একে সকল অন্তরায় দূর করিলাম। ক্লারেন্সের সেই বোকা-হাবা ছেলেটাকেও অবরুদ্ধ করিয়াছি। আর তাহার মেয়েটাকে একটা নীচ জাতীয় পাত্রে সমর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।—এডওয়ার্ডের পুত্রদ্বয় তো এইক্ষণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিল! ওদিকে আমার সেই নব-বিবাহিতা পত্নী এন্‌কেও কৌশলে ইহলোক হইতে সরাইয়া দিয়াছি। এখন এডওয়ার্ডের কন্যা যুবতী এলিজাবেথ্‌কে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমি সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হই। কারণ, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি রিচমণ্ডের বিশেষ টাঁক আছে। যদি কোনক্রমে রিচমণ্ডের সহিত কুমারী এলিজাবেথের বিবাহ সংঘটন হয়, তাহা হইলে আমার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইবে।—না, প্রাণ থাকিতে তাহা হইতে দিব না।"

এই সময় এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাকিংহাম বিদ্রোহী হইয়াছেন।—রিচমণ্ডের সহিত মিশিয়া, তিনি রিচার্ডের ধ্বংসকামনা করিতেছেন।

---

(১০)

প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের ভীষণ হত্যায়, দুর্ভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথ,—শোকে মুহ্যমান হইলেন। বৃদ্ধা রাজমাতাও যার-পর-নাই কাতর হইলেন। পাপিষ্ঠ

পুত্র, রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া,—একে একে ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্ভ্রান্ত অমাত্য ও আত্মীয়-স্বজন সকলকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিতেছে,—রাজ্যের শান্তি ও শোভা সকলই বিনষ্ট করিতেছে,—সকলের হৃদয়ে দারুণ সন্ত্রাস এবং ভয় ও বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে,—ইহা ভাবিয়া তিনি শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, মনস্তাপে অধীরা হইলেন।—হায়! কে কাহাকে সান্ত্বনা করিবে? কে কাহার দুঃখের ভার আপন দুর্ব্বহ জীবনে গ্রহণ করিবে?

অবসর বুঝিয়া, এই সময়ে সেই শোকে-দুঃখে-জর্জ্জরিতা রাণী মার্গারেট আসিয়া, মনের সাধে পূর্ব্বকাহিনী তুলিতে লাগিলেন।—অন্যায় যুদ্ধে তাঁহার পতিপুত্রকে নিধন করিয়া, তাঁহার সকল সৌভাগ্য হরণ করিয়া, ইয়র্ক-রাজবংশ যেমন মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—গৃহশত্রু, কাল রিচার্ড, তেমনি পিশাচের ন্যায়, আপন রক্ত আপনি পান করিতেছে! রাজ-পরিবারের মধ্যে হাহাকারের রোল উঠিয়াছে,—শান্তি সুখ সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে,—একে একে কতগুলিই অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে! এলিজাবেথ্ ও বৃদ্ধা রাজমাতা যত ক্রন্দন করেন,—যত শোক তাপে বিকল হন,—রাণী মার্গারেট ততই আহ্লাদ-প্রকাশ করিতে থাকেন। স্বগত হইতে-হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ্যে পরস্পরের মনের কথা ব্যক্ত হইতে লাগিল। মার্গারেটের কথাগুলা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত,—সেই সদ্যো-শোক-সন্তপ্তা রাণী ও রাজমাতার অন্তরে বিঁধিতে লাগিল। শেষ সকলে মিলিয়া, মুক্তকণ্ঠে রিচার্ডকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন। এলিজাবেথ্ ও মার্গারেট তো করিবেনই,—বৃদ্ধমাতাও হতভাগ্য পুত্রের অমঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। মার্গারেটের জ্বলন্ত অভিশাপের ভঙ্গি দেখিয়া এলিজাবেথ বলিলেন, "আমাকে এইরূপ অভিশাপ শিখাইতে পারেন?—কি করিলে এমন অভিশাপ দেওয়া যায়?"

মার্গারেট বলিলেন, "রাত্রে নিদ্রা যাইও না, দিবসে অনাহারে থাকিও। যে গিয়াছে, তাহাকে বড়—বড় সুন্দর মনে করিও।—রূপে গুণে সে অতুলনীয়, ইহাই বুঝিও। যে পাপিষ্ঠ তাহাকে হত্যা করিয়াছে,—সেই নর-ঘাতককে সাপ ও সয়তান অপেক্ষা অধিকতর খল মনে করিও।—ইহাতেই তোমার শোকের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা হইতেই অভিশাপ আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে।"

হায়, পাপ রিচার্ডের জন্য এই সর্ব্বনাশ! তাহারই জন্য প্রিয়পুত্র ক্লারেন্স, প্রিয়তম শিশু পৌত্রদ্বয়, লর্ড হেষ্টিংস প্রভৃতি অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।—বৃদ্ধা রাজমাতা শতপ্রকারে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, আপনার পাপ-গর্ভের নিন্দা করিয়া, রিচার্ডের মরণকামনা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বৃদ্ধা, সেই শোকসন্তপ্তা পুত্রবধূ এলিজাবেথ্‌কে সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময় যুদ্ধ-গমনোদ্যত রিচার্ড যোদ্ধৃবেশে তথায় উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ,—সেই রাজদ্রোহী বাকিংহামের বিরুদ্ধে।

রিচার্ড বলিল, "আমার এই যুদ্ধযাত্রার সময় কে আমার অমঙ্গলকামনা করিতেছে?"

এলিজাবেথ ও বৃদ্ধা জননী মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যে হতভাগ্য রাজ্যলোভে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, রাজ্যের ভূষণ-স্বরূপ কত অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়াছে;—যে পাপিষ্ঠ বহুকাল হইতে নরহত্যা, রক্তপাত, হিংসা ও নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীকে মূর্ত্তিমান্ নরকে পরিণত করিয়াছে,—তাহার উদ্দেশেই আমরা এই অভিসম্পাৎ করিতেছি!"

পাপিষ্ঠ, এই সকল শুনিয়াও গায়ে মাখিল না। এলিজাবেথ বলিলেন, "পিশাচ, আমার প্রাণোপম পুত্র ও ভ্রাতাগণ কোথায়?"

জননী বলিলেন, "রাক্ষস,—মন্দমতি! তোর ভাই ক্লারেন্স কোথায়? এবং তাঁহার সেই শিশু পুত্রই বা কোথায়?"

এলিজাবেথ্। রিভার্স, ভাগান, গ্রে,—ইহাঁরা সব কোথায়?

মাতা। হায়! লর্ড হেষ্টিংস কোথায়?

রিচার্ড সৈন্যগণ ও বাদ্যকরগণকে বলিল, "বাজাও, বাজাও,—উচ্চরবে রণদামামা বাজাও,—এই বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকদিগের এই নিষ্ঠুর অভিশাপ যেন আর শুনিতে না হয়,—ঈশ্বরের চরণে ইহাদের হীন প্রার্থনা যেন আর স্থান না পায়!"

বৃদ্ধা জননী এবার বড় দুঃখে বলিলেন, "হতভাগ্য! সত্যই কি তুই আমার পুত্র?"

অম্লানবদনে পাপিষ্ঠ বলিল, "হাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তুমিই আমার জননী!"

মাতা। তবে স্থির হইয়া আমার অধীর অন্তরের দুইটা কথা শোন্!—দেখ্, তুই এ সুখের সংসারকে নরকে পরিণত করিয়াছিস। আজীবন তুই

নিষ্ঠুর, মন্দমতি, লোভী, অতি-হিংসক ও খল। তোর মুখ মিষ্ট, কিন্তু অন্তর গরলময়।—হায়! এ গরলে তুই কত জনকে দগ্ধ করিয়াছিস! তোকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি ধরার ভার বাড়াইয়াছি।—তোকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব,—যেন এই যুদ্ধে তুই পরাজিত হোস, এবং অচিরাৎ যেন তোর মৃত্যু হয়!"

দুর্ভাগাবতী বৃদ্ধা জননী চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেলেন।

এলিজাবেথ বলিলেন, "আমার অভিশাপ আরও ভয়ঙ্কর হইলেও, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমাতে নাই,—তোকে আর কি বলিব, যেন মায়ের এই মর্ম্মভেদিনী উক্তি,—অক্ষরে অক্ষরে ফলবতী হয়!"

এলিজাবেথও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন; রিচার্ড তাঁহাকে ডাকিল। বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, একটা কথা বলিব।"

এলিজাবেথ। কি বলিবে?—হায়, আর তো আমার পুত্র নাই, যে, তাহাকে হত্যা করিবার অভিসন্ধি করিবে! এক কন্যা আছে, তা সে আর এ জন্মে অশ্রুমুখী রাণী হইবে না,—সন্ন্যাসিনী হইয়া চির-জীবন অতিবাহিত করিবে।

রিচার্ড। হাঁ, আপনার কন্যা এলিজাবেথ,—পবিত্রচেতা, যুবতী, সুন্দরী, রাজবংশীয়া!

এলিজাবেথ। তবে কি তাহাকেও মরিতে হইবে? হায়, তাহাকে বাঁচিতে দাও। আমি তাহার রূপ, যৌবন, শিক্ষা, সভ্যতা,—সকলই ঘুচাইতেছি,—তাহাকেও জারজ-তনয়া বলিয়া প্রচার করিতেছি,—স্বর্গীয় এডওয়ার্ডের সে ঔরসজাত কন্যা নয়,—মুক্তকণ্ঠে সকলকে এ কথা বলিতেছি,—দোহাই তোমার,—রক্ষা করো!"

রিচার্ড। ছি, ছি,—এমন কথা বলিবেন না,—তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়া রাজকন্যা,—মহামতি এডওয়ার্ডের ঔরসজাত কন্যা।

এলিজাবেথ। দোহাই, রক্ষা করো,—সে এসব কিছুই নয়।

রিচার্ড। রাজ-তনয়া বলিয়া, এডওয়ার্ডের কন্যা বলিয়া, তাঁহার জীবন নিরাপদ,—আপনি ইহা নিশ্চিত জানিবেন।

এলিজাবেথ। সেই জন্যই বুঝি তাহার ভায়েরা মরিল?

রিচার্ড। না, গ্রহগণ তাহাদের প্রতি বক্র ছিল।

বাক্য-কুশল, মুখ-মিষ্ট রিচার্ড অনেক কথা বলিল। তাহাতে এলিজাবেথের

অন্তর একটু একটু দ্রব হইতে লাগিল। সময় বুঝিয়া রিচার্ড মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রিচার্ড বলিল, "আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা আপনার কন্যার মঙ্গলার্থ।"

এলিজাবেথ্ উপহাসচ্ছলে কহিলেন, "সেজন্য কন্যার মাতার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

রিচার্ড এবার অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনি তবে কি বিবেচনা করেন?"

এলিজাবেথ্। বিবেচনা করি এই যে, আপনি আমার কন্যাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন,—যে অন্তর লইয়া আপনি আমার দুধের বাছাদিগকে কসাইয়ের মত হত্যা করিয়াছেন!"

রিচার্ড। পুনঃ পুনঃ কেন আর পূর্ব্ব-কথা উত্থাপিত করেন?—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, আপনার কন্যার মঙ্গলকামনা করিয়াই আমি যাহা কিছু করিয়াছি!—কারণ তিনিই ইংলণ্ডের ভাবী রাণী!

এলিজাবেথ্ দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তখন আপনি ইংলণ্ডের ভাবী রাজা ঠিক করিয়াছেন কাহাকে?"

রিচার্ড। রাজা আর কে?—আমি।

এলিজাবেথ্। কি, তুমি?

রিচার্ড। হাঁ, আমি——আপনি কি বিবেচনা করেন?

এলিজাবেথ্। কেমন করিয়া আপনি আমার কন্যাকে পত্নীরূপে পাইবেন, আশা করিয়াছেন?

রিচার্ড। আপনিই সে শিক্ষা আমাকে দিন।

এলিজাবেথ্। আমিই সে শিক্ষা দিব?

রিচার্ড। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করি।

এলিজাবেথ্। যে তাহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়াছে,—যে তাহার পিতৃব্যের হত্যার কারণ হইয়াছে,—যে তাহার মাতুলগণকে বিনষ্ট করিয়াছে,—যে রাজ্যের মধ্যে হাহাকারের রোল উঠাইয়াছে,—যাহার দ্বারা লোকের ভয়, বিভীষিকা, আতঙ্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে,——সেই নরঘাতী, চণ্ডাল, রাক্ষসকে আমার কন্যা বিবাহ করিবে?

রিচার্ড। আর্য্যে! ভালবাসাতে সকলই পাওয়া যায়।—আমি প্রাণান্তপণে আপনার কন্যাকে ভালবাসিব।

এলিজাবেথ। আমার কন্যা কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ঘৃণা করিয়া থাকে,—ইহাও আপনি মনে রাখিবেন।

রিচার্ড। যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। সে কথা তুলিয়া আর আমাকে লজ্জা দিবেন না,—কিংবা অনুতপ্ত করিবেন না। আপনার পুত্রদিগকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া, আমি আপনার যে মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছি,—আপনার কন্যাকে সেই সিংহাসনের রাণী করিয়া, আপনার সেই মনঃকষ্ট দূর করিব। পুত্রহারা হইয়া আপনি যে শোকগ্রস্ত হইয়াছেন, দৌহিত্র-মুখ দেখিয়া, আপনি সেই শোক দূর করিবেন।—আবার আপনার সকল শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আবার আপনি সুখের মুখ দেখিতে পাইবেন।—মা আমার! যাও,—তোমার কন্যাকে তাহার প্রণয়প্রার্থীর মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করো।—দুর্ম্মতি রাজদ্রোহী বাকিংহামকে যুদ্ধে জয় করিয়া আসিয়া, আমি তাঁহাকে সুখময় বাসর-শয্যায় শায়িত করিব।

এলিজাবেথ্। তবে, আমি বলিব কি যে, তাঁহার পিতৃব্য তাহার স্বামী হইবে?

রিচার্ড। হাঁ, ইংলণ্ডের শান্তিসংস্থাপনের জন্যই, এইরূপ করিতে হইবে। বলিবেন, তিনিই ইংলণ্ডের সর্ব্বময়ী ঈশ্বরী হইবেন। বলিবেন, আমি চিরদিন তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিব।

এলিজাবেথ্। এ 'চিরদিন' ক'-দিনের জন্য?

রিচার্ড। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

এলিজাবেথ্। কিন্তু এই 'শেষদিন' কবে আসিবে?

রিচার্ড। ঈশ্বর ও প্রকৃতি যতদিন তাঁহাকে ইহলোকে রাখিবেন।

এলিজাবেথ্। হাঁ, নরক ও রিচার্ড যতদিন ইহা ইচ্ছা করিবেন!

রিচার্ড। না, না, আমার হইয়া, আপনি সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন।

এলিজাবেথ্। হাঁ, সকল কথা খোলসা করিয়া বলাই ভালো।

রিচার্ড। তবে আমার প্রকৃত ভালবাসা তাঁহাকে জানাইবেন?

এলিজাবেথ্। তাহা হইলেই প্রতুল!

রিচার্ড। আপনার হেতুবাদ অতি অসার ও চপলতাপূর্ণ।

এলিজাবেথ্। না, না, আমার হেতুবাদ অতি সারবান্ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।—সে সারত্ব ও গাম্ভীর্য্য এত অধিক যে, আমার শিশুপুত্রদিগের কবর যেরূপ!

রিচার্ড। পূর্ব্ব-কথা তুলিয়া আর আমাকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিও না,—ভদ্রে!

এলিজাবেথ্। আমার হৃদয় যতদিন বিদ্ধ হইবে, ততদিন আমি এই কথা তুলিব।

রিচার্ড। শপথ করিতেছি,—আর এমন হইবে না।

এলিজাবেথ্। শপথ?—কিছুতেই তোমার শপথ রক্ষা পাইতে পারে না! কৈ, এমন একটি বিষয়ে শপথ করো দেখি, যাহা তোমার স্বপক্ষে খাটিতে পারে?

রিচার্ড। পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া বলি,—

এলিজাবেথ্। পৃথিবী তোমার দুষ্কর্ম্মে পরিপূর্ণ।

রিচার্ড। আমার পিতার মৃত্যু——

এলিজাবেথ। তোমার জীবন তাহা কলঙ্কিত করিয়াছে।

রিচার্ড। তবে, আমি নিজে——

এলিজাবেথ। তুমি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছ।

রিচার্ড। আচ্ছা, ঈশ্বরের নামে——

এলিজাবেথ। তাহা আরও অসম্ভব। যদি ঈশ্বরের নামে শপথ করিবার তোমার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তুমি ভ্রাতৃঘাতী হইতে না। যদি তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া তুমি সান্ত্বনা পাইতে, তাহা হইলে আমার দুধের বাছারা,—ধূলা-খেলার বয়সে তোমার নির্ম্মম কঠিন হস্তে প্রাণ হারাইত না।—না, ঈশ্বরের নামে তুমি কিছুতেই শপথ করিতে পারো না।—জগতে এমন কি বস্তু আছে যে, তুমি তাহার উল্লেখ করিয়া শপথ করিতে পারো?

রিচার্ড। (একটু ভাবিয়া) ভবিষ্যৎ——

এলিজাবেথ। না, ইহাও খাটিল না।—অতীতে তুমি যাহা করিয়াছ, ভবিষ্যৎ তাহার জের টানিবে। হায়, কত অনাথ শিশুসন্তানকে তুমি

পিতৃহীন করিয়াছ, এবং কত দুর্ভাগ্য পিতামাতাকে তুমি পুত্রহীন করিয়াছ!—ভবিষ্যৎ তোমার সে কার্য্যের প্রতিশোধ দিবে।

রিচার্ড। অতীতে যাহা করিবার করিয়াছি,—ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইলাম। অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে এখন দিন কাটাইব।—এ কথা সত্য বলিতেছি। এখন হইতে পাপে ও অধর্ম্মে আমি মন দিব না।—এ সকলই আপনার সেই অনুপমা কন্যাকে লাভ করিবার জন্য।—দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হোন,—আপনার কন্যাকে আমার হইয়া অনুযোগ করুন।

এলিজাবেথ। পিশাচের এই অনুনয়-বিনয়ে কি আমি চঞ্চল হইব?

রিচার্ড। পিশাচ যদি ভালোর জন্যে চঞ্চল হয়, তবে আপনিই বা কেন না হইবেন?

এলিজাবেথ। তবে কি আমি আপনি আপনাকে ভুলিব?

রিচার্ড। আপনার স্মৃতি যদি আপনাকে ভুল করিয়া থাকে, তবে কেন না সে ভুল ভাঙ্গিবেন?

এলিজাবেথ্। কি, তুমি আমার পুত্রগণকে হত্যা করো নাই?

রিচার্ড। যাক্ সে কথা,—আর আমাকে লজ্জা দিবেন না,—আপনার কন্যাকে আমি মহিষী করিব।

কি জানি কেন, এবার এলিজাবেথ একটু নরম হইলেন। বলিলেন, "তবে কন্যাকে কি আমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব?"

রিচার্ড। হাঁ, ইহাই সু-মাতার লক্ষণ।

এলিজাবেথ। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তবে আমি যাই। আমাকে শীঘ্র পত্র লিখিও। আর তুমিও আমার কাছে সংবাদ পাইবে,—তোমার প্রতি আমার কন্যার মন-ভাব কিরূপ।

রিচার্ড। তাঁহাকে আমার প্রেম-চুম্বন দিবেন,—এখন বিদায় হই।

এলিজাবেথ চলিয়া গেলেন। রিচার্ড মনে মনে বলিল, "হা লঘু-প্রকৃতি, অসার, পরিবর্ত্তনশীল রমণী!"

এই সময় অনুচরবৃন্দ আসিয়া রিচার্ডকে সংবাদ দিল, যে, পশ্চিমোপকূলে শত্রুসেনা সমবেত হইয়াছে। রিচমণ্ড তাহাদের অধ্যক্ষ;—বাকিংহাম্ তাহাদের উৎসাহদাতা।

তখন সেই অনুচরবৃন্দকে লইয়া রিচার্ড পরামর্শ করিতে লাগিল,—কি উপায়ে শত্রুপক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত করিতে পারা যায়।

ইতিমধ্যে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল,—হঠাৎ এক বন্যা ও ঝড় উপস্থিত হওয়ায়, বাকিংহামের সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বাকিংহাম ধৃত ও বন্দী হইয়াছেন।

শুনিয়া, রিচার্ডের আর আনন্দের সীমা রহিল না।—এখন কেবলমাত্র সেই দুর্দ্ধর্ষ রিচমণ্ডকে পরাজিত করিতে পারিলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়।

ষ্টান্‌লি নামে একজন শক্তিশালী লর্ডকে রিচার্ড,—যুদ্ধের এক প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত করিল। কিন্তু পাপিষ্ঠ নাকি অন্তরে কাহাকে আদৌ বিশ্বাস করিত না,—তাই ষ্টান্‌লিকে স্পষ্টই বলিল, "মনে রাখিও, এক দিকে তোমার পুত্রের মস্তক, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকতা!—যদি তুমি বাকিংহাম প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতক হইয়া,—আমার সেই পরম শত্রু রিচমণ্ডের সহিত যোগদান করো, তবে তাহার পরিণাম এইরূপ হইবে জানিও।"

মহা পাপিষ্ঠ রিচার্ড অসাধারণ কূটবুদ্ধিজীবী। বস্তুতঃ তাহার এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস,—অমূলক নহে। রাজ্যের ছোট বড় সকলেই তাহার উপর বিরূপ। ষ্টান্‌লিও তাহাদের অন্যতম। রিচমণ্ডের ছদ্মবেশী এক দূত তাঁহার নিকট রিচার্ডের ঘরাও-কথা জানিতে আসিয়াছিল। ষ্টান্‌লি দূতকে বলিলেন,

"ইচ্ছাসত্বেও, প্রকাশ্যে আপনাদের সহিত যোগ দিতে আমি পারিতেছি না। কারণ পাপিষ্ঠ রিচার্ড, পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া, আমার প্রিয়তম পুত্রকে তাহার আয়ত্বে রাখিয়াছে।—যাই হোক, পরোক্ষভাবে, যত দূর পারি, আমি আপনাদের সাহায্য করিব।"

---

(১১)

যথাদিনে বিদ্রোহী বাকিংহামের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। মৃত্যুসময়ে বাকিংহাম আপন কৃতকর্ম্মের সমুচিত অনুশোচনা করিয়া মরিল। প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে পাপ গ্লষ্টর ইংলণ্ডের রাজাসন কলঙ্কিত করিয়াছে,—

তাহারই পরামর্শে কত নিরীহ নিষ্কলঙ্ক জীবন, অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে।—বাকিংহামের পাপের উপযুক্ত প্রতিফল হইল।

এদিকে রিচ্‌মণ্ড আপন সৈন্যগণকে মাতাইলেন,—"যে কোন উপায়ে হউক, সেই মহাপাপী রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইবে। তাহার অত্যাচারে ইংলণ্ড কম্পিত, প্রজাবৃন্দ ধন-মান-প্রাণভয়ে শশব্যস্ত, নাগরিকগণ সদাই আতঙ্কিত,—তাহাকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিতে না পারিলে, আমাদের সকল উদ্দেশ্যই বিফল হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! উৎসাহিত হও,—প্রতিজ্ঞা করো,—লক্ষ্য স্থির রাখো।—ভগবান আমাদের সহায় হইবেন।—দুষ্টের দমনে, সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের শুভ কামনা করিবেন।"

এই সময় রাণী এলিজাবেথ্, গোপনে রিচমণ্ডকে এক পত্র লিখিলেন যে, যদি তিনি এই পাপ রিচার্ডকে পরাজিত ও নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে এলিজাবেথ্ তাঁহার কুমারী কন্যাকে রিচমণ্ডের করে অর্পণ করিবেন।

রিচার্ডের আর কোন গুণ না থাক্,—হতভাগ্য প্রকৃত একজন সমরকুশল বীরপুরুষ ও মহাযোদ্ধা ছিল। আজ সে, অদম্য উৎসাহে, আপন সৈন্যগণকে মাতাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

গভীর নিশীথ কাল। চারিদিক নিস্তব্ধ। রিচার্ড ও রিচ্‌মণ্ড স্ব স্ব শিবিরে নিদ্রিত। এমন সময় কয়েকটি প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। মূর্ত্তিগুলি যথাক্রমে একটির পর একটি আবির্ভূত হইয়া, মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া, পরক্ষণেই লীন হইতে লাগিল। প্রথম মূর্ত্তি,—ষষ্ঠ হেনেরির পুত্র এডওয়ার্ডের। এডওয়ার্ডের প্রেতমূর্ত্তি রিচার্ডের শিবিরস্থ তাঁবু ভেদ করিয়া উঠিয়া, গম্ভীরস্বরে বলিল,—

"রিচার্ড! কল্য তোমার আত্মার উপর আমি ভারস্বরূপ হইয়া বসিব। টিউক্‌স্‌বারির যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমাকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছিলে,—আজ তাহা স্মরণ করো। সেই পাপে কল্যকার যুদ্ধে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে,—তুমি প্রাণ হারাইবে।"

তারপর সেই মূর্ত্তি রিচ্‌মণ্ডের তাঁবুতে আবির্ভূত হইয়া সান্ত্বনাবাক্যে বলিল, "প্রফুল্লিত হও,—বিশ্বাস করো,—কল্যকার যুদ্ধে তুমিই জয়যুক্ত হইবে,—হেনেরি বংশের তুমিই মুখ রাখিবে!"

তারপর ষষ্ঠ হেনেরির প্রেতাত্মা উঠিল,—প্রথমে রিচার্ডকে ভয় দেখাইল, শেষে রিচমণ্ডকে অভয় দিয়া চলিয়া গেল।

এইবার দুর্ভাগ্য ক্লারেন্সের মূর্ত্তি আসিল। সেই মূর্ত্তি কম্পিতকণ্ঠে বলিল,

"রিচার্ড, আমিই তোমার সেই দুর্ভাগ্য ভ্রাতা ক্লারেন্স। তোমার ষড়যন্ত্রেই আমি নিহত হইয়াছি। তোমার আত্মার উপর আমি ভারস্বরূপ হইয়া বসিব।—কল্যই তোমার অবসান,—কল্যই শেষ!"

তারপর সেই মূর্ত্তি রিচমণ্ডকেও পূর্ব্বমত আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

এইবার রিভার্স, গ্রে, ভাগানের মূর্ত্তি উত্থিত হইল। তাহারা একে একে বলিল, "রিচার্ড! "বিনাদোষে আমাদিগের প্রাণবধ করিয়াছিলে;—সেই পাপে কল্য তোমার পতন হইবে।"

অতঃপর তাহারা রিচ্‌মণ্ডকে আশ্বাসিত করিয়া অন্তর্হিত হইল।

এইবার হেষ্টিংসের প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জলদগম্ভীরস্বরে সেই মূর্ত্তি বলিল, "মহাপাপী, নারকী, পিশাচ! এই যুদ্ধেই তোর সব শেষ! একবার সেই সম্ভ্রান্ত লর্ড হেষ্টিংস্‌কে স্মরণ কর্‌,——কি নিষ্ঠুর চণ্ডালের ন্যায় তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলি, ভাবিয়া দেখ্‌!—আমিই সেই হেষ্টিংস!—কল্যই তোর শেষ,—নিরাশা ও মৃত্যু তোর অনিবার্য্য!"

মূর্ত্তি রিচমণ্ডকে আশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল।

এইবার সেই এডওয়ার্ডের পুত্র,—সুকুমার রাজ-শিশুদ্বয়ের প্রেতমূর্ত্তি আসিল। তাহারা বলিল,

"রিচার্ড, যাহাদিগকে তুমি সেই রাজদুর্গে হত্যা করিয়াছিলে, এইক্ষণ তাহাদিগকে স্বপ্নে দর্শন করো। আমরা তোমার সেই নিরীহ ভ্রাতুষ্পুত্র! উচ্ছিন্ন যাও,—মরো,—সর্ব্বস্বান্ত হও;—কল্যই তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

মূর্ত্তিদ্বয় রিচ্‌মণ্ডকে যথারীতি উৎসাহিত করিয়া অন্তর্হিত হইল।

এইবার লেডী এনের প্রেতমূর্ত্তি আসিল। দুঃখময়কণ্ঠে মূর্ত্তি বলিল,

"হায়, আমিই সেই অভাগিনী এন্‌।—রিচার্ড, আমিই তোমার সেই দুর্ভাগ্যবতী স্ত্রী। আমি একদিনের তরেও তোমাকে লইয়া সুখে ঘুমাইতে পারি নাই। আজ তুমি জন্মশোধ ঘুমাইয়া লও,—কল্যকার যুদ্ধে মহাকাল তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। তোমার তরবারিতে কল্য ধারও থাকিবে না।"

এইবার বাকিংহামের প্রেতমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। মূর্ত্তি বলিল,

"রিচার্ড, আমিই তোমার মহাপাপের প্রধান সহায়। তাহার ফলও তোমার হস্তে পাইয়াছি। এখন তোমার কৃত দুষ্কর্ম্ম সকল স্বপ্ন দেখ। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া উঠ,—নিরাশ হও,—দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকো।"

তারপর সেই প্রেতমূর্ত্তি যথারীতি রিচ্‌মণ্ডের নিকট আসিয়া বলিল,

"রিচ্‌মণ্ড, তোমারই জয়,—তোমারই জয়! দেবতাগণ তোমার সহায়,—তুমিই রিচার্ডের দর্প চূর্ণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন লাভ করিবে।"

প্রেতমূর্ত্তিগণ বিলীন হইতে-না-হইতে,—রিচার্ড স্বপ্নাবস্থায় চমকিতভাবে বলিয়া উঠিল,—

"আমাকে আর একটি অশ্ব দাও,—আমার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দাও!—ভগবান্, সদয় হও!—চুপ! একি——

পাপিষ্ঠ জাগ্রত হইয়া বলিল,

"চুপ্! একি!—ইহা স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়।—ওঃ, ভীরু বিবেক! কেন তুই আমাকে নির্য্যাতন করিতেছিস্?—প্রেতগণের আগমনে আলোক নীলবর্ণ হইয়া আসিয়াছে! ঘোরা গভীরা রজনী। আমার কম্পিত দেহে ঘর্ম্মবিন্দু বহির্গত হইতেছে।—কি, ভয় কিসের? আমার ভয়? কৈ, কেহ তো এখানে নাই? রিচার্ড,—রিচার্ডকেই ভালবাসে।—অর্থাৎ আমি আমাকেই ভালবাসি।—এখানে কি কোন হত্যাকারী আছে?—না।—হাঁ, আমিই তো হত্যাকারী!—তবে কি আমি পলাইব?—আপনাকে দেখিয়া আপনি পলাইব?—হে বিবেক! কেন পলাইব? পাছে প্রতিশোধ লই?—কি, আত্মদ্রোহ! আপনি আপনার উপর প্রতিশোধ লইব?—হায়! তাহা কেমন করিয়া হইবে?—আমি যে আমাকে ভালবাসি। কারণ, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা নিজেরই স্বার্থ-সুখের জন্য। না না, আমি আমাকে ঘৃণা করি।—নিজের সুখের জন্য আমি অনেক ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছি।—আমি দুরাত্মা! না না, আমি মিথ্যা বলিতেছি, আমি দুরাত্মা নই।—হে মূর্খ, আত্মপ্রশংসা করিতেছ? না না, আত্মপ্রশংসা করিও না।—আমার বিবেকের সহস্র জিহ্বা;—তাহার প্রত্যেক জিহ্বায় সহস্র কাহিনী; এবং প্রত্যেক কাহিনী আমাকে দুরাত্মা প্রতিপন্ন করিতেছে! আমার জীবনের প্রতারণা,—

চূড়ান্ত প্রতারণা; নরহত্যা,—ভীষণ নরহত্যা; পাপ ও মহাপাপ চরম।—ওঃ! আজ সকলে সমবেত হইয়া,—বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।—বলিতেছে যে, আমি মহাপাপী!—তবে আর আমার আশা নাই!—হায়! এ জগতে কাহারও আমি প্রীতিভাজন নই। আমার মৃত্যুতে কাহারও করুণোদ্রেক হইবে না!—কেন হইবে?—আমিই যে আমার নিকট করুণার পাত্র নহি!"

র‍্যাটক্লিফ্ নামে এক অনুচর এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। রিচার্ড তাহাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিল। শেষে কহিল, "আমার পক্ষীয় সৈন্যগণ কি সকলেই আমার হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ করিবে?—না, তাহারাই বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমার শত্রুতাসাধন করিবে?"

রাটক্লিফ্ বলিল, "প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত হউন,—সকলেই আপনার স্বপক্ষে যুদ্ধ করিবে।"

রিচার্ড-পক্ষের প্রধান যোদ্ধৃগণ এই সময় একে একে তথায় উপস্থিত হইল। রিচার্ড সকলকে উৎসাহিত করিয়া বলিল,

"কি, এই মহাবল রাজ-সেনার সহিত,—সেই ভীরু, কাপুরুষ, দরিদ্র রিচ্‌মণ্ড যুঝিবে? সেই দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণ, দুর্ব্বৃত্ত,—ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবে? তোমাদের স্ত্রী, কন্যা ও ইংলণ্ডের ধন-রত্নরাজি,—সে উপভোগ করিবে?—আর তোমরা বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিবে?"

যোদ্ধৃগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, প্রাণ থাকিতে আমরা তাহা হইতে দিব না,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

---

(১২)

এদিকে রিচ্‌মণ্ড, উৎসাহিত সৈন্যগণকে লইয়া, বিপুল বিক্রমে রিচার্ডের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। তিনিও সকলকে আপনার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া, অধিকতর উৎসাহিত করিলেন। বলিলেন, "বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন। দেবগণ আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।—অত্যাচারী, নৃশংস, পামর রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া,—ইংলণ্ডের শান্তি সংস্থাপিত করিতে হইবে।

তোমরা তোমাদের স্ত্রী-কন্যার মুখ চাহিয়া, স্বাধীনতার মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।—জয়-লক্ষ্মী নিশ্চয়ই আমাদের অঙ্কশায়িনী হইবেন।"

উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবলশালী রিচার্ড অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া,—রিচমণ্ডের সৈন্যগণকে ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত করিলেন।

এই সময় এক দূত আসিয়া রিচার্ডকে অভিবাদন করিল। রিচার্ড বলিলেন, "সংবাদ কি? ষ্টান্‌লি তাহার সৈন্যগণ লইয়া আসিতেছে কি না?"

কম্পিতকণ্ঠে দূত উত্তর করিল, "না মহারাজ, তিনি আসিতে সম্মত হইলেন না।"

রিচার্ড। কি, এত দূর?——এখনি তাহার পুত্র জর্জ্জের ছিন্ন-মুণ্ড দেখিতে চাই!

নরফোক্ নামে এক সম্রান্ত ডিউক বলিলেন, "মহারাজ, শত্রু সম্মুখীন হইয়াছে,—এখন অপরাধীর শাস্তি দিবার সময় নয়।—যুদ্ধজয়ের পর অবশ্যই তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিবেন।"

রিচার্ড। তবে তাহাই হোক্।—শত্রুসংহারে সহস্র গুণ বল যেন হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে। সৈন্যগণ চল,—অমিতবিক্রমে সমর-ক্রীড়া দেখাও।—বিজয়-মুকুট যেন আমাদের অক্ষয় হয়।

অসাধারণ বীরত্বের সহিত রিচার্ড যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

এই সময় ক্যাট্‌সবি নামে রিচার্ডের এক অনুচর নরফোক্‌কে বলিল,

"দেখুন দেখুন,—বীর রিচার্ডের কি অদ্ভুত রণকৌশল! মনুষ্যের অসাধ্য বীরত্বে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন!—লর্ড নরফোক, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।—হায়, তাঁহার অশ্ব নিহত হইল। তিনি ভূমে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।—সর্ব্বাগ্রে মহারাজকে রক্ষা করুন।—নচেৎ সর্ব্বনাশ হয়,—সব যায়,——আজ আর পরিত্রাণ নাই।"

গভীরনাদে রণ-বাদ্য বাজিতে লাগিল। উদ্‌ভ্রান্তভাবে রিচার্ড বলিল,

"একটি অশ্ব,—একটি অশ্ব,—আমার সাম্রাজ্য-বিনিময়ে একটি অশ্ব দাও।"

ক্যাট্‌সবি। মহারাজ, ক্ষান্ত হউন———

গর্জ্জিয়া উঠিয়া রিচার্ড বলিল, "কি, ক্ষান্ত হইব?—পরাভব স্বীকার

করিব?——ভীরু, কাপুরুষ, ক্রীতদাস!—হায়, আমি রণক্ষেত্রে ছয়জনকে রিচ্‌মণ্ড মনে করিয়া পাঁচজনকে নিহত করিয়াছি,—কিন্তু প্রকৃত রিচ্‌মণ্ড এখনও জীবিত!——দাও,—দাও,—একটি অশ্ব দাও,—আমার সাম্রাজ্যের বিনিময়ে একটি অশ্ব দাও!"

উদ্‌ভ্রান্ত রিচার্ড বিনা অশ্বে, নক্ষত্রবেগে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। তারপর ভয়ানক যুদ্ধ করিতে করিতে, রিচ্‌মণ্ডের হস্তে জীব-লীলা শেষ করিলেন।

উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে, রিচ্‌মণ্ডের সৈন্যগণ আপনাদের জয়-ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে রিচার্ডের সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল।

বিজয়-পতাকা উড়াইয়া, বিজয়-মুকুট পরিয়া, বিজয়-উল্লাস করিতে করিতে,—রিচ্‌মণ্ড সম্ভ্রান্ত লর্ডগণের সহিত শিবিরে আসিলেন। বলিলেন, "ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ,—আমাদের যত্ন ও শ্রম সার্থক হইয়াছে,—অত্যাচারী নারকীর পতন হইয়াছে।"

সকলে উচ্চৈস্বরে রিচ্‌মণ্ডের জয়ঘোষণা করিল।

তারপর বিজয়ী রিচ্‌মণ্ড, যথাসময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং মৃতরাজা এডওয়ার্ডের কন্যা এলিজাবেথের পাণিগ্রহণ করিয়া,—"সপ্তম হেনেরি" নামে অভিহিত হইয়া,—সুখে ও শান্তিতে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তাহা এ আখ্যায়িকার অন্তর্ভূত নহে।



আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা।

(ANTONY AND CLEOPATRA.)

জুলিয়াস্-সিজারের আখ্যায়িকায়, পাঠক পাঠিকা, রোমের শাসন-প্রণালী ও অন্যান্য কথা,—কতক অবগত হইয়াছেন। এখন এই আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার আখ্যায়িকায়,—আরও কিছু অবগত হউন।

প্রাচীন রোম,—চিরদিনই প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। রোমের কখন রাজা ছিল না। যে ব্যক্তি সর্ব্বাংশে শক্তিশালী ও সৌভাগ্যবান্ হইত, সেই-ই রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা ও ভার পাইত। জনসাধারণ যখন যাহার গুণের পক্ষপাতী হইত, তখন সেই গুণবান্ ব্যক্তিই আত্মবলে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব-স্থাপন করিত। ইহার ফল—ভালো মন্দ দুই-ই হইয়া থাকে। মন্দের ভাগই অনেক সময় অধিক হয়। এই অবাধ স্বাধীনতার নামে যে, অনেক সময় অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিষম অনর্থপাত হইত,—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে সে কথার সাক্ষ্য দিতেছে। হত্যা, রক্তপাত এবং সর্ব্ববিধ নিষ্ঠুরতা লইয়াই,—রোমবাসী দিনাতিপাত করিত। যে একটু মাথা তুলিয়া ভ্রমেও রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছে, সেই-ই ষড়যন্ত্রকারিগণ কর্ত্তৃক অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছে। প্রণয়, বন্ধুত্ব, ভালবাসা,—কাহারও মুখ চাহিয়া এই হত্যা নিবারিত হইত না। বীরাগ্রগণ্য, অশেষগুণে গুণবান্, জুলিয়াস্-সিজারই এ বিষয়ের প্রধান নিদর্শন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা,—সেই জুলিয়াস্-সিজারের আখ্যায়িকাতেই এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন।

সিজার হত হইলে তদীয় প্রধান সেনাপতি ও বন্ধু আণ্টনি,—সিজারের ভাগিনেয়ী-পুত্র অক্টেভিয়স্ সিজার,—এবং গল দেশের শাসনকর্ত্তা লিপিডস্,—

এই তিনজনে মিলিত হইয়া, সমগ্র রোমের শাসন-কর্ত্তৃত্ব বিভক্ত করিয়া লইলেন। লিপিডস স্পেনের, আণ্টনি গল প্রদেশের, আর অক্টেভিয়াস,—ইটালী, সিসিলি ও আফ্রিকার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে আণ্টনিই সর্ব্বাপেক্ষা বীর, সাহসী ও রণকুশল। কিন্তু তাঁহার প্রধান দোষ,—তিনি অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। সে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এত যে, বুঝি সেই পাপেই একদিন তিনি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিলেন।

মিশরের,—ইতিহাসপ্রসিদ্ধা সুন্দরী,—ক্লিওপেট্রাই তাঁহার জীবন অধিকার করিয়াছিল। বীরের বীরত্ব, সাহস, বীর্য্য, উৎসাহ,—সকলই সেই সুন্দরী-চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

ক্লিওপেট্রার রূপ জগদ্বিখ্যাত। সেই রূপের আগুনে পুড়িয়া অনেকেই ভস্মীভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে গল্ শাসনকর্ত্তা,—মহাবীর আণ্টনির কথাই আমাদের আলোচ্য।

রূপসী ক্লিওপেট্রা রূপের ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন; আর সেই ফাঁদে দিগ্বিজয়ী পৃথিবীর সম্রাট অবধি অবাধে আসিয়া পড়িতেন। অন্যে পরে কা কথা,—সেই অশেষ গুণে গুণবান্ সিজারও একদিন এই সুন্দরী-চরণে মস্তক লুঠাইয়াছিলেন। সিজারের আখ্যায়িকায় সে কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি।

ক্লিওপেট্রার জীবন কিন্তু বড় দুঃখময় ছিল। সেই পরম লাবণ্যবতী, নবযৌবনসম্পন্না, ভোগবিলাসরতা ভামিনীর স্বামী হইয়াছিলেন,—তাঁহার এক শিশু ভ্রাতা। দেশাচারের নিয়মানুসারে তাঁহার পিতাই এই বিবাহ দিয়া যান। তারপর ক্লিওপেট্রার শিক্ষাদাতা ছিল,—তাঁহার এক দুরাচার ক্লীব মন্ত্রী। পাপের সংসারে তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অতি পাপিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠসহোদরা পিশাচিনী—পতিঘাতিনী ছিলেন। শেষে তাঁহার সেই মহাপাপিনী সহোদরা,—প্রকৃতির নিয়ম-বশে, তাহার পাপ পিতা কর্ত্তৃকই নিহত হয়।——ক্লিওপেট্রার পারিপার্শ্বিক ঘটনা এইরূপ;—আদর্শ, শিক্ষা, সংসর্গ এইরূপ।—এমত অবস্থায় সেই ত্রৈলোক্য-সুন্দরী, যুবতী, ভোগবিলাস-রতী ভামিনীর নিকট,—সন্নীতি ও পবিত্রতার আশা করাই বিড়ম্বনা।

এখন এ সকল কথা ছাড়িয়া, আসল কাহিনীই বর্ণন করি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, আণ্টনি-ক্লিওপেট্রার সংক্ষিপ্ত প্রণয়-কাহিনী শ্রবণ করুন।

(১)

ডেমিট্রিয়াস্ ও ফাইলো নামে আন্টনির দুই বশংবদ বন্ধু,—একদিন আক্ষেপ করিয়া, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য ভাই! এমন কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই।—একটা মেয়ে-মানুষে অত বড় একটা বীরকে ভেড়া বানাইয়া রাখিল! ঐ দেখ,—নাম করিতে করিতে, বীরবর কেমন কতকগুলি অসারচিত্ত চাটুকার-পরিবৃত হইয়া, প্রণয়িনী প্রমদাকে লইয়া, এই দিকে আসিতেছেন।"

বিলাসিনী ক্লিওপেট্রা ও ব্যসনাসক্ত আন্টনি,—অনুগত দাসদাসী পরিবৃত হইয়া সেইখানে আসিলেন। ক্লিওপেট্রা কহিলেন,

"আমাকে তুমি কিরূপ ভালবাস, ঠিক করিয়া বলো দেখি।"

আন্টনি। আমার প্রকৃত ভালবাসার কথা ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এ পৃথিবীর আদর্শ কুলায় না,—নূতন স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করিতে হয়।

নায়ক-নায়িকার ইত্যাকার রসাভাষ চলিতেছে, এমন সময় রোম হইতে এক দূত আসিয়া, আন্টনিকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। আন্টনি বিরক্ত হইয়া, দূতকে সংক্ষেপে সংবাদ বলিতে বলিলেন।

রসিকা ক্লিওপেট্রা অবসর বুঝিলেন; শ্লেষপূর্ব্বক কহিলেন, "না-না-না, এমন কাজ করিও না,—ইহাতে তোমার গুণবতী সহধর্ম্মিণী রাগ করিবেন। ফুল্‌ভিয়া সুন্দরী রাগ করিলে তোমার বিশেষ ক্ষতি আছে। কিংবা হয়ত অক্টেভিয়াস্ সিজার মহাশয় তোমায় আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন, 'ইহা করিও, উহা করিও না,—এই রাজ্যটা লইও,—ও রাজ্যটার দিকে চাহিও না'——হুঁ! তাঁহার কথা অমান্য করিবে?"

আন্টনি। আ প্রেমিকে!——

ক্লিওপেট্রা। কেন, আমি মিথ্যা বলিলাম?—ফুল্‌ভিয়া বা সিজারের আজ্ঞা অমান্য করিলে, তোমার ক্ষতি হইবে না?

আন্টনি। হো! রোম টাইবার-জলে নিমজ্জিত হউক,—সে বিশাল সাম্রাজ্যের পতন হউক,—আন্টনি কোথাও যাইবে না!—এই আমার স্বর্গ,—তোমার প্রেমই আমার সিংহাসন! প্রেমময়ি, এই যে স্বর্গীয় মিলন,—এই যে প্রাণে প্রাণে বন্ধন,—ইহা তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে বলো?

ক্লিওপেট্রা। বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার চাতুরী! গুণমণি, এ চাতুরী কাহাকে দেখাইতেছ? ফুলভিয়া সুন্দরীকে যখন পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছ, তখন তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকিতে পারিবার যো আছে?—সাধ্যি কি?

আণ্টনি। বলো, প্রিয়তমে বলো,—তোমার ভর্ৎসনাও আমার মধুর বোধ হয়! আহা, স্বভাবের শোভারাণী তুমি,—তোমার হাসি, কান্না, ভর্ৎসনা,—সবই আমার সুন্দর বলিয়া মনে হয়। তোমার প্রতি-অঙ্গভঙ্গি, তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাম,—অসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে।—যাহা দেখিতে দেখিতে আমি এই নিখিল সংসার ভুলিয়া যাই এবং আপনাকেও বিস্মৃত হই!—থাক্, দূতকে আর প্রয়োজন নাই। চল, আজ সারানিশি তোমায় লইয়া, প্রেমবিহ্বলচিত্তে পথে পথে বেড়াইব এবং সেই সঙ্গে তোমার প্রজাবর্গেরও অবস্থা দেখিব।—তুমিই ত প্রেমময়ি, একদিন এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে? তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি কি না করিতে পারি?

প্রেমালিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া, ক্লিওপেট্রাকে লইয়া, আণ্টনি সদলবলে চলিয়া গেলেন।

আণ্টনির সেই বন্ধুদ্বয়ের একজন বলিল, "আমি অবাক্ হইয়াছি!—এই কি সেই আণ্টনি?"

দ্বিতীয় বন্ধু। এখন মনে করিতে হইবে, ইনি সে আণ্টনি নন,—আণ্টনির মূর্ত্তি ধরিয়া, কোন কাম-জর্জ্জরিত দুর্ব্বল ব্যক্তি,—একটা স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে।

---

(২)

যথাসময়ে সেই দূত আণ্টনিকে সংবাদ দিল যে, রোমে ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত। ঘরাঘরি বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে,—কেহ কাহারও বশ্য নয়। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পারথিয়ান্ জাতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া তাহাদের অধিকার বিস্তার করিতেছে। মৃত পম্পির পুত্র সেক্সটাস পম্পিও অমিতবিক্রমে সমরসজ্জা করিয়াছে।——এমন অবস্থায় আণ্টনির রোমে উপস্থিত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

এই সময়ে আর এক দূত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার স্ত্রী ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

এ সংবাদে আণ্টনি মনে মনে যথেষ্ট সুখী হইলেন। ভাবিলেন, "ভালোই হইয়াছে,—এতদিনে আমার সুখের পথের একটা কণ্টক দূর হইল। এখন অবাধে, মনের সাধে, ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর রূপ-সুধা পান করিতে পারিব। তবে একটা কথা—রোমের এ অন্তর্ব্বিদ্রোহ অবশ্যই দূর করিতে হইবে। আমার আলস্যেই এই সব অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে,—সর্ব্বাগ্রে এই অনর্থ দূর করা একান্ত প্রয়োজন।"

এই সময় ক্লিওপেট্রার এক সহচরী সেখানে আসিল। আণ্টনি সেই সহচরীকে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

যোগ্য রমণীর যোগ্য সহচরী!—সে যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। কত হাবভাব দেখাইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! তবেই তো দেখিতেছি, আপনি আমাদিগকে বধ করিয়া যাইবেন!—আপনা বিহনে আমরা বাঁচিব কিরূপে?"

আণ্টনি। না, আমাকে যাইতেই হইবে।

সহচরী। বলেন কি! তবে বলুন না কেন, 'আমি স্বহস্তে তোমাদিগকে বধ করিব!'—হায়, রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা সুন্দরী এ সংবাদে মূর্চ্ছিতা হইবেন!—ইহার বাষ্প-বিন্দু অবগত হইলেও তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না,—ইহা আপনি নিশ্চিত জানিবেন। হায় মহাশয়! আপনি তো আজিও বুঝিলেন না,—তিনি আপনাকে কিরূপ ভালবাসেন!

এই সময়ে আণ্টনি,—ফুলভিয়ার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সে সংবাদে সহচরীর বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে যেন সংবাদটা বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিতেছে না।—বলিল,

"কি বলিলেন মহাশয়?"

"ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।"

"ফুলভিয়া?"

"পৃথিবীতে আর নাই।"

"ও, ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ দিন যে, তিনি এমন মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়াছেন!—মহাশয়, এতদিনে আপনার সুখের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইল।"

আণ্টনি। কিন্তু আপাততঃ আমার অনুপস্থিতিতে রোমে বড়ই বিশৃঙ্খলা হইয়াছে,—শীঘ্রই আমাকে সেখানে একবার যাইতে হইবে।

সহচরী। আপনার অনুপস্থিতিতে রোমের বিশৃঙ্খলা,—আর এখানে অনুপস্থিত থাকিলে কি এখানকার সুশৃঙ্খলা থাকিবে? রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার যে, সকলই আপনার উপর নির্ভর!—তাহা কি আপনি একবারও ভাবিতেছেন না?

আণ্টনি। না সখি, আর আমায় বাধা দিও না। আমাকে নিশ্চয়ই স্বদেশযাত্রা করিতে হইবে। সত্যই রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া, দেশে যাইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষ পম্পি অমিত তেজে ও অসীম সাহসে, সিজারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। জলযুদ্ধে তাহার অসীমশক্তি।—আমাকে সেই শক্তি বিপর্য্যস্ত করিতে হইবে। রোমের শান্তি ফিরিয়া না আসিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আবার এদিকে ফুল্‌ভিয়ার মৃত্যুতে ঘরাও-বিবাদও বড় বাড়িয়াছে। এই সময়ে আমাকে একেবারে অনেক গুলি কাজ করিতে হইবে। আমি এখনি স্বদেশযাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিব।

---

(৩)

এদিকে অন্যান্য সহচরিগণ পরিবৃতা হইয়া, ক্লিওপেট্রা সুন্দরী বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন,—হঠাৎ কি এক ঠাট্ করিয়া চারমিয়ন্ নামে প্রধান সখীকে বলিলেন,

"প্রিয়তম আণ্টনি এখন কোথায়?"

চারমিয়ন্। আমি তাঁহাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই।

ক্লিওপেট্রা আর এক সহচরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, তিনি কোথায়, কাহার সহিত আছেন,—এবং কি করিতেছেন। আমি যে তোমাকে পাঠাইতেছি, এমন ভাবে তুমি তাঁহার নিকট যাইও না। যদি তাঁহাকে বিষন্ন

দেখ, তো বলিও, আমি নৃত্য করিতেছি ;—আর যদি প্রফুল্ল দেখ, তো বলিও, হঠাৎ আমি পীড়িত হইয়াছি।"

সহচরী প্রস্থান করিল।

চারমিয়ন্ নামে সেই প্রধানা সখী বলিল, "রাজ্ঞি, পুরুষজাতি কি নিষ্ঠুর! আপনি তাঁহাকে প্রাণের সমান ভাল বাসেন, কিন্তু কৈ, তাঁহাতে তো সে ভাব দেখিতে পাই না ?"

ক্লিওপেট্রা। তা আমাকে কি করিতে বলো ? ভাল না বাসিয়া কি আমি তাঁহাকে হারাইব ?

এমন সময় আন্টনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্লিওপেট্রা পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

আন্টনি সদুঃখে বলিলেন, "আমায় বড় দুঃখিত হইয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে হইতেছে——"

ক্লিওপেট্রা যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না,—'আঃ উঃ' করিয়া চারমিয়ন্‌কে বলিলেন, "সখি, আমায় ধরো,—নচেৎ আমি পড়িয়া যাইব।—আমার মাথা ঘুরিতেছে, সর্ব্বশরীর কেমন করিতেছে।"

আন্টনি পুনরায় কহিলেন, "প্রিয়তমে!———"

ক্লিওপেট্রা। দোহাই তোমার,—এখন তুমি আমার কাছ থেকে কিছু দূরে দাঁড়াও।

আন্টনি। কেন, কি হইয়াছে ?

ক্লিওপেট্রা। বঁধু হে! মনের ভাব মুখে ফোটে! তোমার চোক দুটি যেন হাস্‌চে,—অবশ্যই কোন সুখের খবর আছে। অথচ বাহিরে তুমি সে ভাব গোপন কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছ।—তার পর খবর কি ? তোমার পরিণীতা পত্নী কি বলিয়া পাঠাইলেন ? তা তুমি যেতে পারো।—তিনিও আর তোমাকে এখানে আস্‌তে দিচ্চেন না। যা হোক্, তিনি আর বল্‌তে পারবেন না যে, আমি তোমায় আট্‌কে রাখলুম। কারণ তোমার উপর তো আমার কোন জোর নাই,—তুমি তাঁরই।

আন্টনি। ঈশ্বর জানেন———

ক্লিওপেট্রা। হায়, জগতের কোন রমণী ভালবাসিয়া এমন প্রতারিত হয় নাই!

আণ্টনি। কি বলিলে, ক্লিওপেট্রা?

ক্লিওপেট্রা। যাহা বলিলাম, ঠিক্‌ই বলিলাম। তুমি কেন আমার হইবে? তোমার কি সত্যনিষ্ঠা আছে? যাও,—যথা ইচ্ছা, যাও। জানিলাম, পৃথিবীর মধ্যে তুমি যেমন শ্রেষ্ঠ বীর, তেমনি একজন শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী! কিন্তু সখে, ইহাও মনে রাখিও, ইজিপ্টের একটি প্রাণী তোমাকে প্রাণের সমান ভালবাসিত।

আণ্টনি বীরই হউন, আর যোদ্ধাই হউন, আর যে-কিছুই হউন,—এ বড় কঠিন ঠাঁই!—এখানে তাঁর বীরত্ব বা বীর্য্য কিছুই খাটিল না! যখন সেই রূপসী রূপরাণী, অভিমানভরে, এমনি করিয়া এক একটি সুধামাখা বাক্যবাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, "সর্ব্বস্ব যায় যাক্‌,—বুক খালি করিয়া এ প্রেম-প্রতিমাকে ফেলিয়া, আমি রোমে যাইতে পারিব না!—আ মরি মরি! অভিমানেও ঐ মুখ খানি কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! প্রেয়সীর আমার ক্রোধটুকুও কি সুন্দর! আর ঐ সুন্দর চক্ষের সুন্দর চাহনি,—প্রাণের প্রাণ অবধিও যেন কাড়িয়া লয়! আর ঐ কষিতকাঞ্চনবরণ সুকোমল দেহ-লতা,—যেন থাকিয়া থাকিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে!—না, এ প্রাণময়ী মূর্ত্তি আমি ফেলিয়া যাইতে পারিব না।——কিন্তু ওদিকে আবার অতি বিষম অবস্থা!—হায়, আমি কি করি?"

আণ্টনি মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিলেন। শেষ অনন্যোপায় হইয়া, রোমে যাওয়াই স্থির করিলেন। বলিলেন,

"প্রেমময়ি! বিশেষ প্রয়োজনে, কিছু দিনের জন্য, আমাকে এই পবিত্র পুণ্য-তীর্থ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে। আমি রোমে যাইতেছি বটে, কিন্তু আমার মন এখানে পড়িয়া রহিল।—আমাকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এখানে থাকিতে দেখিয়া, ইটালীর ঘরাঘরি বড় কলহ বাধিয়াছে। তার উপর পম্পি সুযোগ বুঝিয়া রোম অভিমুখে আসিতেছে।—ত্বরায় তাহার সমর-সাধ মিঠাইব। এ দুর্দ্দিনে, সমগ্র রোম আকুল অন্তরে আমার মুখ চাহিয়া আছে।—প্রিয়ে, বড় সমস্যাপূর্ণ সময়,—তাই আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি। কিন্তু ইহাও তোমার কতকটা সান্ত্বনা এবং আশ্বাসের কারণ হইবে যে, ফুল্‌ভিয়া আর ইহলোকে নাই।"

ক্লিওপেট্রা। অসম্ভব!—ফুল্‌ভিয়া কি মরিতে পারেন?

আণ্টনি। প্রাণেশ্বরি, সত্য বলিতেছি, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই পত্রখানি পাঠ করো,—সমস্ত বুঝিবে।

বাক্চতুরা ক্লিওপেট্রা এক এক করিয়া অনেক কথা কহিলেন। বীরকে কথন রাগাইলেন, কথন কাঁদাইলেন, কথন ক্ষেপাইলেন,—হস্তের ক্রীড়নক তুল্য যদৃচ্ছা ব্যবহার করিলেন। শেষ অনেক খেলার পর আণ্টনিকে বিদায় দিলেন। বীর আণ্টনি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

---

(৪)

সিজার ও লিপিডাস রোমে বসিয়া, প্রতিক্ষণেই উৎসুক-চিত্তে আণ্টনির আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া, সিজার বড়ই বিরক্ত এবং ঈষৎ ক্রুদ্ধও হইলেন। লিপিডাস তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন।

সিজার বলিলেন, "সাধে কি আণ্টনির উপর আমার ঘৃণা হইয়াছে? ইজিপ্টের সংবাদটা শুনুন;—তিনি এখন পান-ভোজন-উল্লাসে মত্ত হইয়া সেই মহাপাপিনীটাকে লইয়া দিন কাটাইতেছেন।—কতকগুলো ইতর চাটুকারকে সঙ্গে লইয়া মাছ ধরিতেছেন, মদ্যপান করিতেছেন এবং রাত্রিতে হল্লা করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রকৃতি যতদূর নীচ হইবার হইয়াছে। এমন দোষ নাই যে, তাঁহাতে নাই। যদি সর্ব্ব দোষের চুম্বক একত্রে দেখিতে চান, তো এখন একাধারে আণ্টনিতেই পাইবেন।"

লিপিডাস। না, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা বড় বেশী। অবশ্য ইন্দ্রিয়-দোষ তাঁহার কিছু আছে বটে,—তা সেটা তাঁর পৈতৃক ধাত। কিন্তু গুণের তুলনায় ঐ দোষ,—তাঁর পক্ষে চাঁদের কলঙ্ক তুল্য।

সিজার। না, আপনি দেখিতেছি, অসৎকার্য্যের বড় প্রশ্রয়দাতা!—আচ্ছা ধরিলাম,—মদ্যপান, ইতর লোকদের সহিত পথে পথে ভ্রমণ, বেশ্যাসংসর্গ,—এসব দোষও দোষ নয়;—কিন্তু এই ঘোর বিপদের দিনে,—এই অন্তর-বহির্ব্বিপ্লব-কালে, তাঁহার এরূপ উপেক্ষা ও উদাসীনতা,—কি সম্যক দোষের বিষয় নহে? ভাবুন দেখি, তাঁহারই জন্য তো আমরা এত উৎকণ্ঠা ও অশান্তির মধ্যে রহিয়াছি!

এই সময়ে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, পম্পি জলযুদ্ধে অতি প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়াছেন, এবং সম্ভবত তিনি সিজারের প্রিয় দেশগুলি শীঘ্রই আক্রমণ করিবেন।

এই সংবাদে উভয়ে যার-পর-নাই চিন্তাকুলিত হইলেন। এবার সিজার, আণ্টনিকে উদ্দেশ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন। শেষে বলিলেন, তাঁহাকে রোমের শাসন কর্ত্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করিবেন।—হায়! তাঁহারই আলস্যে ও উপেক্ষায়,—পম্পির এতদূর বুক-বল বাড়িয়াছে।

লিপিডাস বলিলেন, "ইহা অতি দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাই হোক, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কল্য আপনাকে বলিব যে, জলপথে বা স্থল-পথে,—কোন্ দিক্ দিয়া আমি পম্পির গতিরোধ করিতে পারি।"

সিজার। এ সময়ে আপনার সহায়তা আমার বিশেষ প্রয়োজন।—তবে কল্যই যেন আমি আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারি।

এদিকে নায়ককে বিদায় দিয়া, ক্লিওপেট্রা সুন্দরী যার-পর-নাই অধৈর্য্য হইলেন। সহচরী চারমিয়ন্‌কে মনের দুঃখ বলিতে লাগিলেন,—"সখি, আমার গুণমণি এখন কোথায়? হায়, তিনি এখন দাঁড়াইয়া, না বসিয়া আছেন? কিংবা ভ্রমণ করিতেছেন? অথবা এখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া-ছেন?—আহা অশ্ব! তোমার কি সৌভাগ্য!—তুমি প্রিয়তম আণ্টনিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ!—হায়, কে আর আমায় সে সোহাগভরে ডাকিবে? কে আর আমায় আদর করিয়া বলিবে,—"কোথায় আমার প্রাচীন নাইলের সুচারু ফণিনী?—কোথায় আমার কণ্ঠহার?"—সখি! আর কি সে মধুর সম্বোধনে মনপ্রাণ সুশীতল করিতে পারিব?"

এই সময় আলেক্‌সাস্ নামে ক্লিওপেট্রার এক প্রিয় অমাত্য আসিয়া বলিল, "মহাত্মা আণ্টনি চলিয়া গেলেন। বিদায় কালে আপনার এই প্রিয় মুক্তাহারে বারংবার চুম্বন করিয়া আমায় বলিলেন, "আমার হৃদয়েশ্বরীকে বলিও, তাঁহার এই হারে যতগুলি মুক্তা আছে, ততগুলি দেশ জয় করিয়া, আমি তাঁহার স্বর্ণ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিব।—আনি তবে বন্ধু, বিদায় দাও।"

ক্লিওপেট্রা। যাইবার সময় তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিলে, না আহ্লাদিত দেখিলে?

আলেক্সাস্। শীত-গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যে অবস্থা, তাঁহাকে সেইরূপ দেখিলাম।—তিনি না বিষণ্ণ, না আহ্লাদিত।—এই দু'য়ের মাঝামাঝি যে ভাব, সেই ভাবেই তিনি চলিয়া গেলেন।

ক্লিওপেট্রা। আমার পত্রবাহকগণকে দেখিলে?

আলেক্সাস। রাজ্ঞি! এক আধজন নয়,—ক্রমাগতই পত্রবাহক দেখিয়াছি। তিনি যাইতে-না-যাইতে, এত ঘন ঘন পত্র পাঠাইতেছেন কেন?

ক্লিওপেট্রা। পত্র পাঠাই কেন?—যে দিন আমি পত্র পাঠাইতে ভুলিব,—সে দিন, যে জন্মগ্রহণ করিবে, সে যেন ভিক্ষুক হয়!—চারমিয়ন্, কালি কলম কাগজ আনো।—আচ্ছা, বলো দেখি, সিজারকে কখন আমি এমন ভাল বাসিয়াছিলাম কি না?

চার্‌মিয়ন্। কে, সেই বীরবর জুলিয়াস্-সিজার?

ক্লিওপেট্রা। সাবধান,—এমন কথা আর কখন মুখে উচ্চারণ করিও না।——বলো, বীরবর আণ্টনি।

চার্‌মিয়ন্ একটু রঙ্গ পাইল। বলিল, "ও, সেই জয়শীল সিজার?"

ক্লিওপেট্রা। দেখ, পুনরায় যদি ও কথা বলো, তো তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিব।—আমার মনের মানুষ আণ্টনির সহিত সেই সিজারের তুলনা?

চার্‌মিয়ন্ হারি মানিল, ক্ষমা চাহিল।

---

(৫)

মেসিনায় আপন গৃহে বসিয়া, পম্পি তাঁহার দুই বন্ধুর সহিত আপন অদৃষ্ট ও কার্য্যাবলীর কথা আলোচনা করিতেছিলেন। পম্পি বলিলেন,

"ঈশ্বর যদি সদয় হন, তাহা হইলে সকলেই আমার সহায়তা করিবে। জলযুদ্ধে আমার শক্তি সকলেই অবগত আছে। সুতরাং সমুদ্র এখন আমারই। সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকগণ সকলেই আমায় ভালবাসে। তাই আশা হয়, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আবার এদিকে দেখ,—আণ্টনি মিশরে বসিয়া, পানাহারে ও মিশরেশ্বরীর প্রেমে মত্ত আছেন; সুতরাং তিনি সহজে যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না। তার পর সিজার;—তা তিনি টাকা পাইলেই তুষ্ট;—

তাতে মনুষ্যত্বই যাক্, আর লোকের অশ্রদ্ধাভাজনই হউন। আর লিপিডাস্;—তিনি তো একজন 'যে আজ্ঞা' দলের লোক;—আণ্টনি-সিজার দুই জনের মন রাখিয়া চলেন;—নিজের কিছু ভাবও নাই, অভাবও নাই;—সুতরাং তাঁর সম্বন্ধেও কোন চিন্তার কারণ নাই।—তবে আমার জয় না হইবে কেন?"

মেনাস্ নামে পম্পির একজন বন্ধু বলিলেন, "কিন্তু সিজার ও লিপিডাস বহু সৈন্য লইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন।"

পম্পি। তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে?——সাফ্ মিথ্যা কথা!

মেনাস্। সিল্‌ভিয়াসের নিকট।

পম্পি। সে স্বপ্ন দেখিয়াছে!—আমি জানি, তাঁরা এখনও রোমে বসিয়া আণ্টনির অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আণ্টনির সাহায্য তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিতেছে না। ক্লিওপেট্রা সুন্দরী তাঁহাকে যাদু করিয়া রাখিয়াছেন।—আহা! থাক্, থাক্,—আমারও পথ পরিষ্কার হোক্।

এমন সময় পম্পির আর এক বন্ধু আসিয়া বলিল, "শুনিলাম, আণ্টনি রোমে আসিলেন বলিয়া।—প্রতি-মুহূর্ত্তেই লোকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

পম্পি। আমার তো বোধ হয় না যে, আণ্টনি সে সুখময় বিলাস-শয্যা ত্যাগ করিয়া সহজে আসিবেন।—যাই হোক, আমিও প্রস্তুত রহিলাম। যেরূপে হোক্, জয়লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিতে হইতেছে।

এদিকে আণ্টনি রোমে প্রত্যাগত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে লিপিডাস্ ও সিজারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিরীহ লিপিডাস্,—যাহাতে আণ্টনি ও সিজারের মধ্যে কোনরূপ মনোবিবাদ না হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিজার কিন্তু পূর্ব্বকথা তুলিয়া, আণ্টনির কর্ত্তব্য-কার্য্যের ত্রুটি সকল একে একে দেখাইতে লাগিলেন। তাহাতে মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে নরম-গরম, মিঠা-কড়া-রকমের উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। শেষে সিজারের এক বন্ধু প্রস্তাব করিলেন যে, আণ্টনি এক্ষণে বিপত্নীক; তাঁহার সহিত সিজারের বিধবা-ভগিনী অক্টেভিয়ার বিবাহ হউক। রূপে, গুণে, শীলতায় ও পবিত্রতায়,—অক্টেভিয়া সর্ব্বাংশে আণ্টনির যোগ্যা। বিশেষ এই শুভ পরিণয়ে, আণ্টনি ও সিজারের মধ্যে দৃঢ়-প্রণয় স্থাপিত হইবে;—নানা কারণে যে-একটু

মনোমালিন্য,—যে-একটু মন-কষাকষি উভয়ের মধ্যে চলিয়াছে, তাহাও বিদূরিত হইবে।

এই শুভ প্রস্তাব সকলেরই মনে ধরিল। বিশেষতঃ আণ্টনি দেখিলেন, তাঁহার মনে যাহা থাকে থাক্,—এই বিবাহে নানা দিকে তাঁহার লাভ আছে। সিজারের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত চির-সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইলে, তিনি নিষ্কণ্টকে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন,—তারপর তিনি ইজিপ্টে গিয়া ক্লিওপেট্রার প্রেমেই আবদ্ধ থাকুন, আর যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া দিন-যাপন করুন,—তাঁহার রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আর কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে না।—ঘটিলেও, আন্তরিক প্রণয়ানুরোধে, সিজার তাহা সম্পূরণ করিয়া লইবেন।

তারপর যে ভাবে সেই প্রবল শত্রু পম্পির গতিরোধ করা হইবে,—শাসনকর্ত্তাত্রয় তাহার পরামর্শাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।—পরস্পরের প্রণয়-স্থাপনে রোমের অন্তর্বিদ্রোহাদিও সহজে নিবারিত হইল।

এখন এনোবারবাস্ ও মেকিনাস্ নামে আণ্টনি ও সিজারের বন্ধুদ্বয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল;——

মেকিনাস্। তারপর মহাশয়, আপনাদের সুখময় ইজিপ্টের সংবাদগুলি শুনিতে ইচ্ছা করি।—ইজিপ্টের সর্ব্বপ্রকার সংবাদই তো আপনি অবগত আছেন!

এনোবারবাস্। (ঈষৎ হাসিয়া) আর মহাশয়, সংবাদ অবগত আছি!—কোন খবর রাখিবার কি ফুরসুৎ ছিল, না তাহা জানিবার অবসর ছিল?

মেকি। কেন,—কেন?

এনো। না, এমন কিছু নয়,—দিনের বেলা পড়িয়া ঘুমাইতাম, আর ওদিকে সারা-রাত্রি জাগিয়া, পান-প্রমোদ-হল্লা করিয়া বেড়াইতাম,——অন্য সংবাদ রাখিবার অবসর কোথায়?

মেকি। (হাসিয়া) আর শুনিয়াছি, আট-আটটা বন্য-বরাহ রন্ধন হইত, আর আপনারা বড় জোর জনবারো ইয়ারে মিলিয়াই তাহা সাবাড় করিতেন,——ইহা কি সত্য?

এনো। হাঁ, হাঁড়গেলা পাখীর নিকট একটা পোকা-মাকড় আর কি বলুন!—খানার সময় সত্য সত্যই আমরা এক একটি নর-রাক্ষস হইতাম!

মেকি। তারপর, এখন একবার সেই সর্ব্বমনোরঞ্জিনী, ত্রৈলোক্য-সুন্দরী মিশরেশ্বরীর কথা কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। শুনেছি, ভামিনী নাকি সর্ব্ব রকমেই 'আহা মরি!'—আচ্ছা, মহাবীর আণ্টনিকে সর্ব্বপ্রথমে তিনি যাদু করিলেন কিরূপে?

এনো। সে এক অদ্ভুত কাহিনী, মহাশয়!—সর্ব্বপ্রথমে নায়ক নায়িকার নদীতে সন্দর্শন, তার পরই প্রেম-সম্মিলন!—ক্লিওপেট্রাই প্রথমে আণ্টনিকে দেখা দেন এবং তাঁহার চিত্ত অধিকার করেন।

মেকি। হাঁ, এ কথাও আমরা শুনেছি বটে।—কিন্তু তারপর?

এনো। একে একে সকল কথাই বলিতেছি। প্রবল-প্রতাপ আণ্টনির আগমন সংবাদ শুনিয়া,—সেই নিত্য-নূতনে-অভিলাষিণী, স্থির-যৌবনা, প্রেম-রাণী,—তাঁহার সুন্দর সুখের তরী ভাসাইলেন। নীল নদীজলে সে বজরার শোভা বড়ই মনোহারিণী হইল।——যেন একটি উজ্জ্বল স্বর্ণ-সিংহাসন জলে ভাসিতেছে।—রৌপ্যের হাল, রৌপ্যের দাঁড়, রেশমের রজ্জু,—সুন্দরী সখীগণ বাহিকা।—কুসুমকোমল হস্তে তাঁহারা নৌকা বাহিতেছেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে সুগন্ধ বাহির হইতেছে।—মুখে, চোকে, বুকে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে।—সে শোভা অতুলনীয়া। নির্ম্মল নদীজল ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে,—তদুপরি ঐ ক্ষুদ্র স্বর্ণতরী ভাসমান,—অনুকূল বায়ুভরে সুরঞ্জিত পাল পত পত উড়িতেছে; বজরার ভিতরে সুস্বর বাঁশরী মৃদু-মধুর বাজিতেছে; তন্মধ্যে সৌন্দর্য্য-প্রতিমা, শোভারাণী ক্লিওপেট্রা,—কুসুমকোমল বিলাস-শয্যায় শায়িতা। প্রকৃতির যেন একখানি চারুচিত্র শোভিত।—সুখের আলস্যে সর্ব্বশরীর এলাইয়া পড়িয়াছে; নয়নরঞ্জন কটির বসন ঈষৎ শ্লথ হইয়াছে; পরিচারিকাগণ পদ-সেবা করিতেছে; দুই পার্শ্বে সহাস্যমুখ পরম লাবণ্যময় রতিপুত্র তুল্য দুইটি মনোহর বালক ব্যজন করিতেছে; কিন্তু সে ব্যজনে শীতল না হইয়া তাঁহার দেহ আরও উত্তপ্ত হইতেছে;——এই ভাবে মিশর-রাজ্ঞীর নৌকা-বিহার হইল।—তিনি তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

মেকি। ওঃ, আণ্টনির জোর-কপাল বটে!—ধন্য ক্লিওপেট্রা সুন্দরী!

এনো। তারপর শুন।—ক্লিওপেট্রার বজরা তীরে লাগিবামাত্র, কত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সংবাদ পাইয়া, মহাত্মা আণ্টনি তাঁহার

নিকট দূত পাঠাইলেন। তাঁহাকে সাদরনিমন্ত্রণ করিয়া, আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। চতুরা ক্লিওপেট্রা উল্টা চাল চালিলেন। তিনিই আণ্টনিকে তাঁহার বজরায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আণ্টনি চিরদিনই অতি সভ্য, ভব্য ও রমণীর-সম্মান-রক্ষণে-তৎপর।—ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না।—নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া, অতৃপ্ত-লোচনে সেই স্বর্গীয় রূপসুধা পান করিলেন, এবং সেইদিন হইতেই মিশর-রাজ্ঞী-চরণে মনপ্রাণ সকলই অর্পণ করিলেন।

মেকি। ধন্য রাণী ক্লিওপেট্রা! তুমি একদিন সেই বীরাগ্রগণ্য জুলিয়াস্ সিজারকেও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলে!

এনো। মহাশয়, বলিব কি,—এমন অপরূপ রূপ আমি জীবনে দেখি নাই। একদিন ঘটনাক্রমে, প্রকাশ্য পথে সেই সুর-সুন্দরী দৌড়িয়া গিয়াছিলেন,—দেখিয়াছি, তখনও তাঁহার সেই অনুপম রূপলাবণ্যের এতটুকুও ব্যতিক্রম হয় নাই;—পরন্তু সে রূপরাশি দশদিক্ আলোকিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সার্থক সৌন্দর্য্য!

মেকি। কিন্তু এখন আণ্টনি মহাশয়কে বাধ্য হইয়া, ক্লিওপেট্রার সে রূপরাশি ভুলিতে হইবে।

এনো। কখনই নয়। ভ্রমেও মনে স্থান দিবেন না যে, কস্মিন্‌কালে তিনি তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন। সে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি, কেহ ভুলিতে পারে না। যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে, সে পারে না। বিশেষ সেই সুচতুরা সুন্দরী,—আণ্টনিকে আপন জীবন-যৌবন সকলই সমর্পণ করিয়াছেন,——সাধ্য কি যে, আণ্টনি তাঁহাকে বিস্মৃত হন? ক্লিওপেট্রা স্থিরযৌবনা, ভোগবিলাসবতী, প্রেম-ক্ষুধাবর্দ্ধনকারিণী;—আণ্টনির সাধ্য নাই যে, তাহা হইতে অব্যাহতি পান।

মেকি। কিন্তু অক্টেভিয়ার সৌন্দর্য্য, শিক্ষা, শীলতা ও পবিত্রতা,—চাই কি, আণ্টনিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

এনো। (হাসিয়া) মনেও স্থান দিবেন না।—চলুন, এখন আপনার আতিথ্য-সৎকারে পরিতৃপ্ত হই।

মেকি। সৌভাগ্য আমার।

---

(৬)

যথাকালে অক্টেভিয়ার সহিত আণ্টনির বিবাহ হইল। প্রথম প্রথম দিন-কতক উভয়ের মধ্যে বেশ মনের মিল ও সদ্ভাব সংস্থাপিত হইল। আণ্টনি বলিলেন, "প্রিয়ে, কার্য্যের গতিকে তোমার সহিত মধ্যে মধ্যে আমার ছাড়াছাড়ি হইবে বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানিও, সদাই তুমি আমার হৃদয়-মন্দির অধিকার করিয়া থাকিবে।"

অক্টেভিয়া। তোমার অনুপস্থিতিতে আমি সর্ব্বদাই নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট তোমার মঙ্গলকামনা করিব।

আণ্টনি। প্রিয়ে, সংসার বড়ই নিষ্ঠুর ও পরচ্ছিদ্রান্বেষী। আমার অনুপস্থিতিতে, আমার বিরুদ্ধে তুমি যে সব নিন্দা ও কলঙ্ক শুনিবে, তাহা বিশ্বাস করিও না, কিংবা তাহাতে মন খারাপ করিও না।—সম্প্রতি পম্পিকে দমনার্থ আমাদিগকে পারথিয়ায় যাইতে হইবে।

উভয়ের অনেক কথা হইল। অক্টেভিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

এই সময় এক গণৎকার আসিয়া আণ্টনির ভাগ্যগণনা করিতে লাগিল। আণ্টনি তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা, সিজার ও আমার মধ্যে, কে অধিক উন্নতিলাভ করিবে?"

গণক। সিজার।—মহাশয়, তাই বলি, আপনি সিজারের পার্শ্বে থাকিবেন না। আপনি আপনার স্থানে উন্নত, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ,—সকলই; কিন্তু সিজারের পার্শ্বে আপনার জীবনের এ উচ্চতা থাকিবে না।

গণৎকার এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

আণ্টনি ভাবিলেন, "কথাটা ভাবিবার বটে।—সত্যই কি সিজারের সহিত আমার সমতা নাই? না থাক্,—আমার পথ আমি পরিষ্কার করিব। অদৃষ্টচক্র তাহার স্বাভাবিক গতিতে চলিবে সত্য; কিন্তু প্রবল পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টকে খণ্ডন করাই মনুষ্যত্ব।——এই যে আমি অক্টেভিয়াকে বিবাহ করিলাম, ইহার মূলে কি আছে?—মূলে আর কি থাকিবে?—শান্তি ও সদ্ভাব সংস্থাপনের জন্যই আমার এই বিবাহ করা। নচেৎ আমার জীবনের সুখ,—সেই ইজিপ্টে রহিয়াছে।——থাক্, এখানকার কাজ-কর্ম্মগুলো এখন শেষ করি। সিজার সমভিব্যাহারে, পম্পিকে দমনার্থ, এখন আমাকে পারথিয়ায় যাইতে হইবে।

(৭)

এদিকে তো আণ্টনি মহাশয় নিজের সুবিধা ও রাজ্যের শান্তি-সুশৃঙ্খলার জন্য অক্টেভিয়াকে বিবাহ করুন; ওদিকে কিন্তু ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর অন্তরে অভিমানের আগুন জলিয়া উঠিল। যে বেচারী এই বিবাহের সংবাদ লইয়া তাঁর নিকট যায়, তাহার নিগ্রহটা কিরূপ, দেখুন।

ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞাসিলেন, "ইটালীর সংবাদ কি, বলো। আমার প্রিয়তম আণ্টনি কেমন আছেন?"

দূত। ঠাকুরাণী, ঠাকুরাণি,—

ক্লিওপেট্রা। কি, আণ্টনি আর ইহলোকে নাই? দুর্ম্মুখ, যদি এমন দুঃসংবাদ দাও, তাহা হইলে, তুমি তোমার কর্ত্রীকে প্রাণে মারিবে, জানিও। আর যদি বলো যে, তিনি সর্ব্বপ্রকার কুশলে আছেন, তাহা হইলে, প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাইবে, এবং সেই সঙ্গে আমার হস্তের এই অমূল্য শিরা চুম্বন করিতেও পাইবে,—যাহা পৃথিবীর সম্রাট অবধিও প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

দূত। তিনি বেশ আছেন।

ক্লিওপেট্রা। সুখী হইলাম।—কিন্তু তোমার মুখের চেহারা অমন মলিন কেন? আণ্টনি যদি ভালোই থাকিবেন, তবে তুমি কুণ্ঠিত হইয়া কথা কহিতেছ কেন? অথচ, মন্দ সংবাদ হইলেই বা তুমি এমন স্বাভাবিক অবস্থায়, সাধারণ লোকের মত আসিবে কেন?—ব্যাপার তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

দূত। আমি যাহা বলিব, আপনি শুনিবেন কি? তিনি ভালো আছেন এবং সিজারের সহিত বন্ধুত্বও করিয়াছেন।

ক্লিওপেট্রা। তুমি অতি উত্তম লোক,—এই সুসংবাদের জন্য আমি তোমায় পুরস্কৃত করিব।

দূত। কিন্তু ঠাকুরাণী,—

ক্লিওপেট্রা। আবার 'কিন্তু' কি? দেখ, আমি এ রকম 'কিন্তু' ভালবাসি না। তোমায় মিনতি করি, তুমি একেবারে সব কথাগুলো,—ভালো মন্দ যা আছে,—সবগুলো,—বলিয়া ফেলো। তুমি তো এইমাত্র বলিলে যে, তিনি কুশলে আছেন এবং স্বাধীনও আছেন।

দূত। 'স্বাধীনও আছেন',—কৈ ঠাকুরাণী,—এমন কথা তো আমি বলি নাই!—তিনি যে অক্টেভিয়ার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন!

ক্লিওপেট্রা। তোমার সর্ব্বনাশ হোক্,—তুমি জাহান্নমে যাও! (প্রহার)

দূত। ঠাকুরাণি ধৈর্য্য ধরুন।

ক্লিওপেট্রা। কি বলিলি? (পুনরায় প্রহার) হতভাগা, আমি তোর চক্ষু উৎপাটন করিব,—তোর মাথার চুল ছিঁড়িব।

দূত। ঠাকুরাণি, আমি কেবলমাত্র এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি;—তাঁর বিবাহের ঘটকালী করি নাই!

ক্লিওপেট্রা। এখনও বলো, একথা সত্য নয়,—আমি তোমাকে পুরস্কৃত করি।

দূত। ঠাকুরাণি, তিনি সত্যই বিবাহিত হইয়াছেন।

ক্লিওপেট্রা। শঠ, তুই এখনও জীবিত আছিস?

সুন্দরী একখানা ছোরা বাহির করিলেন।

দূত। তবে আমিও এখান হইতে দৌড় দিই।—ঠাকুরাণি, আপনি কি ভাবিয়াছেন? সত্যই আমার কোন অপরাধ নাই। (প্রস্থান।)

এইবার চারমিয়ন্ নামে সেই প্রধানা সহচরী ধীরভাবে বলিল,

"ঠাকুরাণি! প্রকৃতিস্থ হউন,—সত্যই উহার কোন অপরাধ নাই,—ও ব্যক্তি নিরপরাধ।"

ক্লিওপেট্রা। নিরপরাধ হইলেই কিছু আকাশের বজ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না!——ওঃ, ইজিপ্ট নাইলে নিমজ্জিত হোক্; নিরীহ প্রাণিবৃন্দ ভীষণ সর্পাকারে পরিণত হোক্।—তুমি দূতকে পুনরায় এখানে ডাকো। যদিও আমি উন্মাদিনী হইয়াছি, তথাপি আমি কামড়াইব না।—ডাকো তাকে।

দূতকে লইয়া চারমিয়ন ফিরিয়া আসিল। ক্লিওপেট্রা পুনরায় সেই দূতকে বলিলেন, "তুমি নিরপরাধ বটে, কিন্তু তথাপি তুমি মন্দ সংবাদ লইয়া আসিয়াছ,—ইহাই তোমার অপরাধ।"

দূত। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।

ক্লিওপেট্রা। সত্যই তিনি বিবাহিত হইয়াছেন? দেখ, আমি তোমাকে মন্দ অপেক্ষাও মন্দতম লোক বলিয়া জানিব, যদি তুমি বলো যে,—'হাঁ'।

দূত। তবে কি আপনি আমাকে মিথ্যা বলিতে বলেন, ঠাকুরাণি ?

ক্লিওপেট্রা। সত্যই কি তিনি বিবাহিত হইয়াছেন ?

দূত। সত্য। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, অক্টেভিয়া তাঁহার গৃহের গৃহিণী হইয়াছেন।

দূত প্রস্থান করিল।

চারমিয়ন্ বলিল, "রাজ্ঞি, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।"

ক্লিওপেট্রা। হায়, আমি আণ্টনিকে ভালবাসিয়া, সিজারকে ঘৃণা করিয়াছি !

চারমিয়ন। সহস্রবার ঠাকুরাণি !

ক্লিওপেট্রা। তাহারই পুরস্কার এখন পাইলাম।—সখি, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও,—নচেৎ আমি মূর্চ্ছা যাইব।—না, এ কিছু নয়,—তুমি আলেক্‌সাস্‌কে আহ্বান করো। আলেক্‌সাস অক্টেভিয়ার সকল সংবাদ লইয়া আসুক।—অক্টেভিয়া কেমন দেখিতে,—লম্বা না খর্ব্বাকৃতি,—তাঁহার বয়স কত, মুখশ্রী কেমন, চুলের রং কি রকম,—এসব যেন সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসে।—যাও, আজ এখনি আমি তাহাকে রোমে পাঠাইব।

আলেক্‌সাস,—ক্লিওপেট্রার একজন পরিচারক।

---

(৮)

আপদঃ শান্তি !—পম্পির সহিত, রোম শাসনকর্ত্তাদিগের আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তি হইল। সিসিলি, সারডিনিয়া, এবং সমুদ্রতীরস্থ অন্যান্য দেশগুলি লইয়া, পম্পি বিবাদ মিটাইলেন। উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হইল। পম্পি,—আণ্টনি, সিজার ও লিপিডাস্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট আদর-আপ্যায়িত করিলেন। ভোজ-ব্যাপারে মদের শ্রাদ্ধ হইল। বোকারাম লিপিডাস্‌কে, সকলে মিলিয়া এত মদ খাওয়াইলেন যে, শেষ তাঁহাকে সত্য সত্যই পাথুরে-কোলা করিয়া, তুলিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

কিছুদিন বেশ নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল,—আবার যা, তাই হইল ;—রোমের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা,—চিরদিন অব্যাহত থাকে,—ইহা বুঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়।

আবার পম্পি বিদ্রোহী হইল। আবার তাহাকে দমন করিবার জন্য,—আণ্টনি, সিজার ও লিপিডাস্ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবার এই যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ পম্পি নিহত হইল।

এদিকে কিন্তু পুনরায় বিষম গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোমের প্রকৃতি-পুঞ্জের বিশেষত্ব এই যে, কেহ কাহাকে বড় হইতে দিবে না, এবং কেহ কাহারও অত্যুন্নতি দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না;—যেরূপে হউক, তাহার পতন ঘটাইয়া তবে ক্ষান্ত হইবে।—এখন তাহারই একটা সূচনা হইতে চলিল।

পম্পির নিধনে লিপিডাসের কিছু বীরত্ব প্রকাশ পাইল, এবং তিনি সিজারের সমান ওজনে চলিতে ইচ্ছা করিলেন।—ইহা সিজারের ভালো লাগিল না,—সিজার কৌশলে লিপিডাস্‌কে বন্দী করিলেন।

এদিকে আণ্টনি গিয়া, ইজিপ্টে—তাঁহার শ্রীমন্দিরে উঠিলেন। ইজিপ্ট,—মিশরের রাজধানী। সেই রাজধানীর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ হইয়া, দ্বিগুণ অনুরাগে, রাজ্যেশ্বরীর রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু সুর-সুন্দরীকে অধিকতর সন্তুষ্ট করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রকারে সিজারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।—কতকগুলি দেশ জয় করিয়া, সে গুলি সেই ভ্রষ্টা ও পতিতা ক্লিওপেট্রার অধিকারভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ক্লিওপেট্রার কতকগুলি পুত্র ছিল। সেই পুত্রগুলিকে সেই সেই দেশের অধিপতি করিবার জন্য আণ্টনি সচেষ্ট হইলেন।—অক্টেভিয়ার প্রেম, পরিণয়, সম্বন্ধ,—সকলই ভুলিয়া গেলেন। বিশেষ সিজার যে, তাঁহাকে উঁচাইয়া উঠিবে,—তাঁহা অপেক্ষা বড় হইয়া যে, আপন আধিপত্য বিস্তার করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহিতে পারিবেন না।

সিজার, ভগিনী অক্টেভিয়াকে আণ্টনির এই অশিষ্টাচরণের কথা সবিশেষ বলিলেন। অধিকন্তু, তাঁহাকে যে তিনি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,—পুনরায় যে তিনি ক্লিওপেট্রার প্রতি বিধিমতে আসক্ত হইয়াছেন,—এবং সিজারকে যে, সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন, ইহাও বুঝাইলেন।—সিজার আণ্টনিকে সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য সমরোদ্যোগ করিলেন।

এ সংবাদ যথাসময়ে ইজিপ্টে পঁহুছিল। আণ্টনিও নিশ্চিন্ত রহিলেন না,—সিজারের গতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এবার সোহাগিনী ক্লিওপেট্রা বায়না ধরিলেন যে, তিনিও আণ্টনির সমভিব্যাহারী হইবেন। যুদ্ধ দেখিবার তাঁহার বড় সাধ; বিশেষ আণ্টনির বীরত্ব স্বচক্ষে দেখিবেন,—ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা। আদরিণী প্রণয়িনীর এ আব্দার না রাখিয়া, আণ্টনি কি স্থির থাকিতে পারেন,—অগত্যা তাঁহাকে প্রেম-বিলাসিনীর সাধ বা সখ্ মিটাইতে সম্মত হইতে হইল।

সুন্দর তরণী সজ্জিত হইল। সেই তরণীতে চির-তরুণী ক্লিওপেট্রা উঠিলেন। অন্য তরীতে আরোহণ করিয়া আণ্টনি সসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু ইহা সুখময় ফুলশয্যা নহে,—ভীষণ যুদ্ধ-শয্যা। প্রচণ্ড তেজে সিজার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোমল-হৃদয়া ক্লিওপেট্রা তাহাতে ভীত হইলেন। তাঁহার চক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য হইল। ভীতা কুরঙ্গিনী,—তরী লইয়া পলাইলেন,—একেবারে আপন রাজধানীতে আসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু একি! বীর আণ্টনির হৃদয়ও এবার কাঁপিল!—তিনিও সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরিয়া পলাইলেন! সমরে ভঙ্গ দিয়া, শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া, তিনিও ক্লিওপেট্রার অনুসরণ করিলেন!—অগত্যা তাঁহার সৈন্যাদি ছিন্ন ভিন্ন হইল।—ভাগ্যবান্ সিজার স্বল্পায়াসে জয়যুক্ত হইলেন।

---

(৯)

ইজিপ্টে ফিরিয়া আসিয়া, আণ্টনির অনুতাপ হইল। বীরের বীর-হৃদয় অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। অনুতপ্ত আণ্টনি রক্ষিগণকে বলিতে লাগিলেন,—

"হায় কি লজ্জা,—কি ঘৃণা! এই বিশাল পৃথিবীতে মাথা রাখিবার স্থান আর আমার নাই। নিজ বুদ্ধিদোষে আমি সকলই খোওয়াইলাম। কোন পথ, কোন উপায় আমি আর রাখি নাই।—বন্ধুগণ! আমার একখানি রণ-তরী স্বর্ণে পরিপূর্ণ আছে; তোমরা সেই স্বর্ণরাশি ভাগ করিয়া লও এবং অবিলম্বে বিজয়ী সিজারের সহিত মিলিত হও,—আর এ দুর্ভাগ্যের নিকট কেহ থাকিও না।"

রক্ষিগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিল।

আণ্টনি বলিলেন, "ভীরু কাপুরুষের ন্যায় যখন আমি শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলাইয়া আসিলাম, তখন তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া না যাইবে কেন? যাও,—বন্দরে আমার রত্নরাজি আছে, গ্রহণ করো। আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন আমার মস্তকের প্রত্যেক কেশও আমার বিদ্রোহী হইতেছে। বন্ধুগণ,—যাও। আমার কতকগুলি সুহৃৎকে আমি পত্র দিতেছি,—তাঁহারা তোমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। নিরাশা, নিরাশা,—গভীর নিরাশা,—হায়! আমার নিজের সর্ব্বনাশ আমি নিজে করিয়াছি। বুদ্ধিদোষে একদিনেই আমি আমার পদ, প্রভুত্ব, সম্মান,—সকলই নষ্ট করিয়াছি।—এ অকৃতী অধমকে তোমরা ত্যাগ করিয়া যাও,—এই অনুরোধ।"

এই সময়ে ক্লিওপেট্রা সখিগণ-সমভিব্যাহারে সেখানে উপস্থিত হইলেন। আণ্টনিকে সুস্থ ও সান্ত্বনা করিতে, সখিগণ ক্লিওপেট্রাকে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু সহচরি-পরিবৃতা ক্লিওপেট্রাকে দেখিয়া, আণ্টনির অনুতাপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া,—আপনার বল, বিক্রম, সাহস ও সম্মান মনে করিয়া, তিনি উন্মত্তের ন্যায় অধীর হইলেন।—"হায়, কি ছিলাম, আর কি হইলাম" ভাবিয়া, তাঁহার বুক বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

ক্লিওপেট্রাও বিষাদে অবনতমুখী হইলেন।—হায়! তাঁহারই জন্য আজ মহাবীর আণ্টনির এই দশা!

একজন সখী আণ্টনিকে বলিল, "প্রভু, দুর্ভাগ্যবতী রাণীর প্রতি একবার চান।—দেখুন, লজ্জায় ইনি নতমুখী হইয়া আছেন। ইঁহার মুখ বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।—এ সময় আপনার স্নেহবাণী না শুনিলে, রাজ্ঞী প্রাণে বাঁচিবেন না।"

আণ্টনি। হায়, আমি আমার মান সম্ভ্রম সকলই হারাইয়াছি।—এখন কোন্ মুখে তোমাদের সহিত কথা কহিব?

ক্লিওপেট্রা। প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন। আমি পলাইয়া না আসিলে, আজ এ সর্ব্বনাশ হইত না।—হায়! বুদ্ধিহীনা নারী আমি,—আমি একবারও ভাবি নাই যে, আপনিও এ হতভাগিনীর অনুসরণ করিবেন!

আণ্টনি। প্রিয়তমে! তুমি জানো, এ হৃদয়ের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে?—তুমি যেরূপে চালাও, আমি সেইরূপেই চলি।

ক্লিওপেট্রা। হায়, আমাকে ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। এখন অবশ্যই আমাকে ঘৃণিত জীবন লইয়া, অবনত মস্তকে, সেই নব্য-বালক সিজারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইবে। অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট,—আজ পরমুখাপেক্ষী, অন্যের অনুগ্রহ-ভিখারী। সকলই অদৃষ্টের ছলনা। হায়, আমার প্রেমানুরাগই আমার সকল বীর্য্য হরণ করিল।—আজ আমার তরবারিতে আর সে ধার নাই।

ক্লিওপেট্রা। প্রভু, ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। প্রিয়ে, চক্ষের জল ফেলিও না। তোমার একবিন্দু অশ্রুপাত,—আমার পরাজয়ের সমতুল্য।——একটি প্রেম-চুম্বন দাও,—আমি এ ব্যথিত, তাপিত, তৃষিত প্রাণ শীতল করি। দুঃখে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর তিনি কিছু আহার করিতে ও মদ্যপান করিতে ইচ্ছা করিলেন। বলিলেন, "অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সকলই গিয়াছে,—অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট আজ একজন স্কুল-মাষ্টার দ্বারা সিজারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল—জানি না, অদৃষ্টে আরও কি আছে!"

---

(১০)

সত্য,—লোকবল সহায়-সম্বলহীন আনণ্টনি,—এখন একজন স্কুলমাষ্টারকে,—বিজয়ী সিজারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। নিরীহ স্কুল-মাষ্টার বেচারী,—সিজারের নিকট উপস্থিত হইয়া, দুর্ভাগ্য আণ্টনির প্রার্থনা জানাইলেন। কহিলেন, "হে পৃথিবীর অধীশ্বর! আমার প্রভু আণ্টনি আপনাকে বিনীত অভিবাদন জানাইয়া বলিয়াছেন যে, আপনি যদি তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের ন্যায়, নিরাপদে ইজিপ্টে বাস করিতে দেন, কিংবা এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে,—যে কোন স্থানে হউক,—তিনি নির্ব্বিঘ্নে নিশ্বাস ফেলিয়া থাকিতে পারেন,—এইরূপ আশ্বাস দেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হয়। আর মিশরেশ্বরীর প্রার্থনা এই,—আপনি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, তাঁহার রাজ্য তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে ভোগ করিতে দিন।"

সিজার উত্তর দিলেন, "প্রথম প্রস্তাব নিষ্ফল।—আণ্টনির কোন অনুরোধ

আমি রক্ষা করিব না। তবে ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, তিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা পাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে চিরদিনের জন্য আণ্টনির মায়া ছাড়িতে হইবে।—আণ্টনিকে হয় তিনি ইজিপ্ট হইতে দূর করিয়া দিন, নয়—প্রাণে বধ করুন।"

উত্তর শুনিয়া স্কুলমাষ্টার-বেচারীর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। তিনি সভয়ে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

সিজার থিরিয়াস্ নামে এক বন্ধুকে বলিলেন, "দেখ, বড় সুন্দর অবসর! এই অবসরে তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে।—ক্লিওপেট্রাকে আণ্টনির হাত হইতে তোমায় ছিনাইয়া লইতে হইবে।—স্ত্রীলোক সহজেই বুদ্ধিহীনা ও দুর্ব্বলহৃদয়া; তার উপর এই বিপদ। এসময় সহজেই সে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবে।——ক্লিওপেট্রা যাহা চায়, তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইবে আশা দিয়া, তাহাকে হস্তগত করো।—দেখিব সখে, তোমার বুদ্ধির দৌড়!"

থিরিয়াস্ সিজারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

---

(১১)

স্কুলমাষ্টার আসিয়া আণ্টনিকে সিজারের সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া আণ্টনি ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, "বটে, এত দূর! তবে শেষ-চেষ্টাই দেখি।—পুনরায় ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিব। সেই অপরিণতবয়স্ক নব্য বালকের এত দম্ভ, এত স্পর্দ্ধা,—আমি কিছুতেই সহিব না।"

এদিকে থিরিয়াস্ আসিয়া ক্লিওপেট্রার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানারূপ বাক্‌চাতুরী করিয়া বলিলেন, "আপনি যে আণ্টনিকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন না,—কেবল ভয়বশতঃ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—তাহা সিজার অবগত আছেন। বস্তুতঃ, আপনার নামে যে সকল দুর্নাম রটিয়াছে, তাহা যে সত্য নয়, সিজার ইহাও বিশ্বাস করেন। এখন আপনার অভিপ্রায় কি?—আপনি যাহা চাহিবেন, সিজার আপনাকে তাহাই দিতে প্রস্তুত আছেন।"

নিত্য-নবানুরাগিণী ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর,—এইটুকুতেই,—হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গ উঠিল। সৌভাগ্যবান্ নব্য সিজারের প্রেমাস্বাদন করিতে,—পাপিষ্ঠার মনে

মনে বাসনা জন্মিল। নানারূপ হাবভাব ও বিলাসভঙ্গি দেখাইয়া, মধুরভাবে বলিল, "উদ্দেশে আমি সেই মহাত্মার জয়যুক্ত হস্ত চুম্বন করি। তাঁহার এই অনুগ্রহে বাধিত হইলাম। আপনি বলিবেন,—তাঁহার চরণে আমি আমার রাজ্য, মুকুট, সিংহাসন,—সকলই সমর্পণ করিলাম।—বলিবেন, আজ হইতে তিনি মিশরের সর্ব্বময় প্রভু হইলেন।"

থিরিয়াস্ দেখিলেন, মাছ টোপ গিলিয়াছে;—লজ্জাবশতঃ ক্লিওপেট্রা মনের আসল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না। থিরিয়াস্ মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন।

এনোবারবাস নামে আণ্টনির সেই বন্ধু,—আণ্টনিকে ক্লিওপেট্রার মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া আণ্টনি স্তম্ভিত হইলেন। বেশ্যার চাতুরী ও প্রণয়ের অসারতা,—এতদিনে তিনি কতক কতক বুঝিলেন। প্রথমে ক্লিও-পেট্রাকে কিছু না বলিয়া, সিজারের সেই দূতরূপী বন্ধুকে বলিলেন,

"কি এত বড় তোর বুকের পাটা! এখনও তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না? তুই জানিস আহাম্মুখ, আণ্টনি এখনও জীবিত আছে!—কোন্ সাহসে তুই এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করিলি?"

পরে ভৃত্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই অশিষ্ট বর্ব্বরকে সমুচিত প্রতিফল দাও।—ইহাকে রীতিমত চাবুক মারো!—হতভাগ্য জানিস্,—তুই দুর্ম্মতিবশে যাঁহার কাণ ফুস্লাইতে আসিয়াছিস্,—তিনি ভুবনবিজয়ী আণ্টনির জীবন-সঙ্গিনী,—ইজিপ্টের অধীশ্বরী!——ভৃত্যগণ, এই হতভাগ্যের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দাও। ইহাকে রীতিমত চাবুক মারো। তারপর পুনরায় এখানে লইয়া আসিও।"

ভৃত্যগণ আণ্টনির কথামত থিরিয়াস্কে লইয়া গেল এবং আচ্ছা করিয়া উত্তম-মধ্যম দিল।

তখন আণ্টনি সবিষাদে ক্লিওপেট্রাকে বলিলেন,

"হায়, নিষ্ঠুর রমণী-প্রেম!—ক্লিওপেট্রা, আমি জানিতাম না যে, তোমার ভিতরে এত বিষ আছে! জানিতাম না যে, আমি ফুলের মালা ভ্রমে এতদিন কাল-সর্পিণীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আসিয়াছি!—ওঃ! আজ সুযোগ বুঝিয়া সেই সর্পিণী আমাকে দংশন করিল!—হায় ক্লিওপেট্রা! তোমা হইতেই আজ

আমার এই অবস্থা-বিপর্য্যয়! তোমার জন্যই আজ আমি সব হারাইলাম!—আজ আমি দেখিতেছি, তুমি যেন মৃত জুলিয়াস্‌-সিজারের কবরস্থিত একটি মূর্ত্তিমতী প্রেতিনী বা পিশাচিনী।—তুমি গণিকা;—তোমাতে সকলই সম্ভবে। অনেক কর্ত্তৃক তুমি উপভুক্তা ও উচ্ছিষ্টা হইয়াছ;—এখন বিজয়ী সিজারকেও ঐ পাপ রূপের ফাঁদে ফেলিতে সচেষ্ট আছ;—ধিক্‌ তোমায়!"

ক্লিওপেট্রা মরমে মরিয়া মনে মনে বলিল, "হায়, এ কথায় আমি আর কি উত্তর দিব?"

কিন্তু এত যে অপমান ও লাঞ্ছনা,—এত যে ঘৃণা ও তাড়না,—ইহার পরও কি হতভাগ্য আণ্টনি ক্লিওপেট্রাকে ভুলিতে পারিয়াছিল? ইহার পরও কি আণ্টনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল?—অসম্ভব! বেশ্যার মায়ায় যাহারা মজিয়াছে,—রূপের শিখায় যাহারা ভাজা-ভাজা হইয়াছে,—তাহাদের অন্তরে সময়-বিশেষে একটু আধটু ঘাত-প্রতিঘাত হইলেও, জোয়ারের জলের কুটার ন্যায় তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়!—তাহাদের পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব, বিবেক, ধর্ম্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্যজ্ঞান,—কিছুই থাকে না। ক্বচিৎ কখন মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়াই তাহা বিলীন হয়। হতভাগ্য আণ্টনির ভাগ্যেও তাহাই হইল। অত যে তিরস্কার, তাড়না, অপমান, লাঞ্ছনা,—আবার সেই মুখখানি দেখিয়া, হতভাগ্য সব ভুলিয়া গেল! আবার আণ্টনি ক্লিওপেট্রা-ময় হইল। প্রেমের কুর্দ্দনে,—ক্লিওপেট্রা আবার তাঁহাকে লইয়া, ভাঁটার ন্যায় খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।—ধন্য রূপ-মোহ!

থিরিয়াস্‌কে উত্তম-মধ্যম দিয়া, ভৃত্যগণ আবার তাঁহাকে আণ্টনির সম্মুখে লইয়া আসিল। আণ্টনি জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন, যথাকার্য্যের যথা-পুরস্কার পাইয়াছ তো? আর কখন এমন দুর্ম্মতি হইবে? যাও,—তোমার গর্ব্বিত সিজার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও। তাঁহাকে বলিও, আণ্টনি আজিও জীবিত আছেন;—তাঁহার এ স্পর্দ্ধা, দম্ভ, তেজ,—আণ্টনি কখনই সহিবেন না;—প্রকৃত বীরের ন্যায় সম্মুখসমরে পুনরায় তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন! আর তোমার এই নিগ্রহের কথাও তাঁহাকে সবিশেষ বলিও। বলিও যে, যদি তিনি ইহার প্রতিশোধ লইতে চান, তবে যেন আমার একজন হতভাগ্য খাতককে এইরূপ নিগ্রহ করেন,—বন্ধুকে নহে।"

থিরিয়াস্ ম্লানমুখে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

আণ্টনি বলিতে লাগিলেন, "হায়, গ্রহগণ এখন আমার প্রতিকূল; তাই এই সব হইতে চলিল। নচেৎ প্রেমময়ী ক্লিওপেট্রাও আমার প্রতি বাম হইবেন কেন?"

ক্লিওপেট্রা দেখিলেন, তাঁহার গুণের নাগর আণ্টনি,—ধীরে ধীরে আবার তাঁহার রূপের ফাঁদে পড়িতেছেন। রূপ-রাণী রূপসীও সুযোগ পাইলেন। বেশ্যা-সুলভ চাতুরীতে, বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কথা কহিলেন। কহিলেন যে, আণ্টনির প্রতি যদি তিনি বাম হন, কিংবা আণ্টনির প্রণয়ে যদি তাঁহার অকুশল ঘটে, তাহা হইলে যেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়,—তাঁহার সন্তানাদি সকলেই যেন মরিয়া যায়,—তাঁহার বংশে বাতি দিতে যেন কেহ অবশিষ্ট না থাকে;——ইত্যাদি ইত্যাদি।

নায়ক-নায়িকার আবার পূর্ব্ববৎ মনের মিল হইল। আবার পূর্ব্ববৎ রঙ্গরসে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

অতঃপর আণ্টনি পুনর্যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। সৈন্য-সামন্তগণকে সিজারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।

এনোবারবাস্ নামে আণ্টনির সেই বন্ধু,—বেগতিক বুঝিয়া, সিজারের পক্ষ অবলম্বন করিল।

---

(১১)

সিজার সেই দূতরূপী বন্ধুর মুখে সকল কথা শুনিলেন। আণ্টনি যে, পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছেন এবং সিজারকে যে 'নাবালক' 'নব্য' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন,—সিজার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকেও তাহা বলিলেন। জলে এবং স্থলে,—উভয় স্থানে পুনরায় যুদ্ধ হইবে শুনিয়া, সিজারও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেন।

আণ্টনি যখন শুনিলেন যে, এনোবারবাস্ নামে তাঁহার সেই বিশিষ্ট বন্ধু সিজারের দলভুক্ত হইয়াছে, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন, "ঠিকই হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের সময় বন্ধু-বান্ধবগণও এইরূপ হয়।"

আণ্টনির নিকট এনোবারবাসের গচ্ছিত যে সকল টাকাকড়ি ছিল, আণ্টনি অবিলম্বে তাহা এনোবারবাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন এনোবারবাসের মনে অনুতাপ জন্মিল। অসময়ে বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া আসায়, মনে মনে তিনি যথেষ্ট অনুশোচনা করিলেন। শেষ আণ্টনির মহত্ত্ব ও ভালবাসা স্মরণ করিয়া,—এবং আপনার নীচতা ও স্বার্থপরতা ভাবিয়া,—আত্মহত্যা করিয়া, সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

আণ্টনির এখন গ্রহের সময় ;—প্রতিপদে তাঁহার পরাজয় হইতে লাগিল। এবারও জলে ও স্থলে,—উভয় স্থানেই তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত, নির্য্যাতিত, নিহত ও বিধ্বস্ত হইল। তখন নিরুপায় আণ্টনি সবিষাদে কহিলেন,

"হায়, সব ফুরাইল!——মিশরের এই মায়াবিনী হইতেই আমার সব নষ্ট হইল!—হায়! আমার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল,—লোকবল গেল, সহায়-সম্বল গেল,—সম্পদ ঐশ্বর্য্য গেল,—সব গেল,—কেবল আমিই বাঁচিয়া রহিলাম! এই কুহকিনীর রূপের ফাঁদে পড়িয়া, আমি সর্ব্বস্ব খোওয়াইলাম?—শেষ কিনা সেই কুলটা,—নব্য যুবক সিজারের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইল! অথবা বেশ্যার চরিত্রই এই ;—আমি মূর্খ, তাই এতদিন বুঝি নাই।"

অতঃপর তিনি এক বন্ধুকে বলিলেন, "অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে বলো। বৃথা রক্তপাতে আর কোন ফল নাই।—বুঝিলাম, ফুল্‌ভিয়া ও অক্টেভিয়ার অভিসম্পাৎ আমার হাতে হাতে ফলিয়াছে!"

এখন যত কিছু অনর্থ ও বিপদ ঘটিতে লাগিল, আণ্টনি,—ক্লিওপেট্রাকেই তাহার মূল কারণ বলিয়া বুঝিলেন। তাই উঠিতে বসিতে তিনি ক্লিওপেট্রাকে তিরস্কার, ভৎর্সনা ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, তবুও কি তিনি সেই মায়াবিনীর আশা ছাড়িতে পারিলেন?—সাধ্য কি?—এই তিরস্কার করেন, এই কটু-কাটব্য বলেন,—আবার পরমুহূর্ত্তে, সেই মুখখানি দেখিয়া, একেবারে গলিয়া যান!—এই ক্লিওপেট্রাকে অবাচ্য-কুবাচ্য বলিয়া, বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া বিদায় দেন,—পরমুহূর্ত্তেই তার সেই রূপ-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন।

অনুতপ্ত আণ্টনি সূর্য্যপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দিনকর! আজ আমার শেষ দিন! কাল আর তোমার উদয় আমাকে দেখিতে হইবে না। বিদায়,—চির-বিদায়! হায়, মিশরেরর কুহকিনী হইতেই আমার এই দশা হইল!"

ভাবিয়া ভাবিয়া আণ্টনি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন।

ক্লিওপেট্রা আণ্টনির কক্ষে আসিলেন! তাঁহাকে দেখিয়াই আণ্টনি জলিয়া উঠিলেন,—এবং সিজারের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, কুহকিনী, সর্ব্বনাশিনী প্রভৃতি বলিয়া, তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিয়া বিদায় দিলেন।

বড় দুঃখে অভিমানিনী ক্লিওপেট্রা এবার সহচরীগণের নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রধানা সহচরী চার্মিয়ন্ তখন তাঁহাকে এক উপায় বলিয়া দিল,—যাহাতে আণ্টনি অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় তাঁহার প্রেম-ভিক্ষা করেন। চার্মিয়ন্ বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি গিয়া ঐ উচ্চ মনুমেণ্টে আশ্রয় লউন, এবং আমাদের মধ্যে একজন গিয়া আণ্টনিকে সংবাদ দিক যে, আপনি আর এ পৃথিবীতে নাই।—দেখুন, তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হয়?"

যোগ্য রাণীর যোগ্য সহচরী! দুষ্টা রমণীগণ পতিকে বা উপপতিকে বশীভূত করিবার জন্য, এই রকম সব জঘন্য ও হীন উপায় অবলম্বন করে বটে। পাপিষ্ঠা ক্লিওপেট্রা সহচরীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। বলিল,

"তবে তাই হোক্। আমি গিয়া ঐ উচ্চ মনুমেণ্টে আশ্রয় লই, আর মারডিয়ান্ গিয়া আণ্টনিকে সংবাদ দিক যে, আমি আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছি। এবং মৃত্যুকালে কেবলই প্রিয়তম—প্রাণের আণ্টনির নাম করিয়াই মরিয়াছি। বেশ কথা,—তবে এই পরামর্শই ঠিক। চলো, আমরা মনুমেণ্টে যাই।"

আণ্টনির মনের অবস্থা ক্রমেই বড় শোচনীয় হইতে লাগিল। তাঁহার মনে অকাট্য বিশ্বাস জন্মিল যে, কুহকিনী ক্লিওপেট্রার জন্যই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল,—আর সেই ক্লিওপেট্রাই কিনা অন্তরে অন্তরে সিজারের প্রণয়প্রার্থিনী হইয়াছে!—এ বিশ্বাস তাঁহার মন হইতে কিছুতেই বিদূরিত হইল না। ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও তিনি ইহা ভুলিতে পারিলেন না। যত ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করেন, ততই ক্লিওপেট্রার চাতুরী, কপটতা ও প্রণয়ের ব্যভিচার দেখিতে পান।

ইরস্ নামে আণ্টনির এক পরম প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। ইরস্ যথার্থই আণ্টনির বন্ধু,—স্নেহপরায়ণ, হিতৈষী ও সহৃদয় বন্ধু। আণ্টনির তিনি ভক্তও বটেন। সেই সহৃদয় ইরসের নিকট দুর্ভাগ্য আণ্টনি মনের দুঃখ মন খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি উক্তিতে,—গভীর মর্ম্মকাতরতা

প্রকাশ পাইল। ক্লিওপেট্রা যে অবিশ্বাসিনী হইয়াছে,—তাঁহার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে যে, সেই মায়াবিনীও তাঁহাকে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিয়াছে,—অধিক কি, সেই সর্ব্বনাশিনী যে, শেষে তাঁহার পরম শত্রু সিজারের প্রণয়-প্রার্থিনী হইয়াছে,—এই বিষময়ী চিন্তা তাঁহাকে অস্থির, অধীর, উন্মত্ত করিয়া তুলিল। প্রভুভক্ত ইরস্ সময়োচিত সান্ত্বনাবাক্যে আণ্টনিকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইলেন।

এমন সময় মারডিয়ান্ নামে ক্লিওপেট্রোর সেই ক্লীব মন্ত্রী আসিয়া,—আণ্টনিকে সংবাদ দিল যে, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—মন্দভাগিনী মিশরেশ্বরী মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন,—এবং মৃত্যুকালে 'হা আণ্টনি!—হা প্রাণেশ্বর!—হা হৃদয়বল্লভ!'—কেবলই এই প্রিয়-সম্বোধন করিয়া আপন গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন!"

এই নিদারুণ নিষ্ঠুর সংবাদে আণ্টনি এবার সত্য সত্যই উন্মত্ত হইলেন। এই ইতিপূর্ব্বে, যে ক্লিওপেট্রাকে তিনি অবিশ্বাসিনী, কুহকিনী ভাবিয়া অস্থির হইতেছিলেন,—যাহার জন্য জীবন ভারবহ বোধ করিতেছিলেন,—যাই তাহার কল্পিত মৃত্যুর কথা শুনিলেন, অমনি একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইলেন,—সত্য সত্যই উন্মত্ত হইলেন। মারডিয়ান্‌কে বেশী কিছু না বলিয়া অল্পে অল্পে বিদায় দিলেন; তার পর পাষাণভেদী অরুন্তুদস্বরে ইরস্‌কে কহিলেন,

"হায় ইরস্! এতদিনে আমার বহুকালের জীবন-আখ্যায়িকা শেষ হইল! এইবার অবশ্যই আমি চির-নিদ্রিত হইব। আমার হৃদয়-শোণিত বিদ্যুদ্গতিতে বহিতেছে;—বহুশক্তি-বিশিষ্ট তাড়িত-বন্ত্রও এখন আমার দেহের উত্তাপের সমতুল্য হয় না।—হায় অভাগিনী ক্লিওপেট্রা! আমি অবশ্যই তোমার নিকট মার্জ্জনা চাহিব ও কাঁদিব।—সকলই আমার যন্ত্রণাময় বোধ হইতেছে। আজ এ যন্ত্রণার হাত এড়াইব।—হায়! আমার প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী এ পৃথিবীতে নাই,—আর আমি বাঁচিয়া আছি!—ক্লিওপেট্রা, প্রাণাধিকে! আমি শীঘ্রই তোমার নিকট যাইতেছি,—একটু দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো।

"ইরস্, আমি জানি, এ জগতে তুমিই আমার একমাত্র অকপট বন্ধু। আমার এই সুগভীর দুঃখ,—এই প্রাণঘাতী যন্ত্রণা,—তুমিই বুঝিতে পারিতেছ। জানি, আমার দুঃখ দূর করিতে তুমি সকলই করিতে পারো। জানি, তুমি আমার

একান্ত বশংবদ এবং প্রকৃত হিতৈষী। জানি, আমার আজ্ঞা পাইলে, তুমি আমাকেও বধ করিতে পারো। প্রাণের বন্ধু,—প্রিয়তম সুহৃৎ,—স্নেহময় ইরস্,—এখন তুমি যথার্থ বন্ধুর কাজ করিবে না কি? এখন তুমি এই দুর্ভাগ্য আণ্টনির প্রাণবধ করিয়া তাহার সকল যন্ত্রণা দূর করিবে না কি?——ওকি ইরস্, তুমি বিবর্ণ হইতেছ কেন ?

ইরস্। হায়!—ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন!

আণ্টনি। কেন ইরস্? কেন,—পারিবে না কেন? তবে কি তুমি তোমার মাননীয় বন্ধুকে,—অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বরকে একটা মুটে-মজুরের জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে বলো? গর্ব্বিত সিজার যখন তোমার বন্ধুকে রোমে ধরিয়া লইয়া যাইবে, এবং তোমার বন্ধু যখন দীন হীন কাঙালের ন্যায় পথে পথে বেড়াইবে,—যখন দীনতা, লজ্জা, ঘৃণা, অপমান তাহার মুখ মলিন করিবে, তখন কি তুমি তোমার সেই বন্ধুর সেই ঘৃণিত জীবন সুখের এবং সম্মানের বিবেচনা করিবে?

ইরস্। না, তা করিব না।

আণ্টনি। তবে—তবে তোমার ঐ শাণিত অসিতেই এ দুর্ভাগ্যের জীবন শেষ করো,—যথার্থ বন্ধুর কাজ করো!

ইরস্। হায় প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। কেন ভাই, পুনঃ পুনঃ অসম্মত হইতেছ? যখন আমি তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেছি এবং আজ্ঞা করিতেছি, তখন তোমার অসম্মত হওয়া কোনক্রমেই উচিত হয় না!—অবিলম্বে আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করো।

ইরস্। তবে তাহাই হোক।—ওহো! আজ আমি পৃথিবীর অধীশ্বরের জীবন বধ করিতে,—চণ্ডালবেশে দাঁড়াইলাম!——প্রভু, আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়ান।

আণ্টনি। এই আমি দাঁড়াইলাম।

ইরস্। হায় প্রভু! তরবারি আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

আণ্টনি। না, না, আবার তোল,—দৃঢ় হও,——আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করো।

ইরস্। তবে তাহাই হোক।—প্রভু, বন্ধু, সেনাপতি, সম্রাট! তবে বিদায়।——হায়, নিষ্ঠুর আঘাতের পূর্ব্বে,—শেষ বিদায়!

আণ্টনি। বিদায়।

ইরস্। প্রভু, পুনরায় বিদায়।——এইবার শেষ করিব কি?

আণ্টনি। এইবার।

ইরস্। তবে, তাহাই হোক্।——হায়! প্রিয়বন্ধু আণ্টনির মৃত্যুজনিত দুঃখ হইতে আমি পরিত্রাণ পাইলাম!

হায় ইরস্! ও কি করিলে? বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইয়া, আপন বক্ষেঃ ঐ শাণিত অসি বিদ্ধ করিলে?—হায় বন্ধু-বৎসল ইরস্!

রক্তের ফোয়ারা ছুটিল। ইরস্ আত্মহত্যা করিয়া আণ্টনিকে জীবিত রাখিলেন।

আণ্টনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

"হায় স্বর্গীয় বন্ধু! আণ্টনি হইতে তুমি সহস্রগুণে মহৎ। হে উচ্চহৃদয়, সাহসী ইরস্! আজ তুমি আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিলে।—দেখিতেছি, তুমি আমার পূর্ব্বে প্রাণাধিকা ক্লিওপেট্রার অনুসরণ করিলে।——তোমরা একে একে বীরের ন্যায় গেলে, আর আমি বাঁচিয়া থাকিব? না ইরস্! এমন ভাবিও না। দেখ দেখ, তোমায় দেখিয়া,—তোমার নিকট শিখিয়া,—তোমার শিষ্য আণ্টনি-ও কিরূপে তাহার জীবন শেষ করে! (অসি আঘাত) কি, মরিলাম না?—মৃত্যু হইল না? হা, সর্ব্বাঙ্গ রুধির-ধারায় রঞ্জিত,—তবুও [illegible]চিয়া আছি?—ঐ যে প্রহরীরা আসিতেছে।—তোমরা আমার জীবনের [illegible]শিষ্ট অংশ শেষ করো।——অন্তিমে বন্ধুর কাজ করো।"

প্রহরিগণ। না, আমাদের দ্বারা ইহা হইবে না।——হায়! আপনার এই [illegible]্য ও অপমৃত্যুর সহিত আপনার সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে।

এই সময় ক্লিওপেট্রার নিকট হইতে তাঁহার এক অনুচর আসিয়া কহিল, "আণ্টনি কোথায়?"

প্রহরী। এই এখানে আছেন।

অনুচর। জীবিত?——আপনি কি কথা কহিতে অক্ষম?

আণ্টনি। কে ও?—তুমি? এই দুঃসময়ে তুমি আমার একটি উপকার

করিবে?—এই তরবারি দ্বারা আমার এ দুর্ব্বহ জীবন শেষ করিবে? বেশী নয়,—জোরে আর এক ঘা মাত্র।

অনুচর। হায় প্রভু!—আমার কর্ত্রী ক্লিওপেট্রা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন।

আণ্টনি। তিনি?—কখন?

মন্ত্রী। এখনি প্রভু।

আণ্টনি। এখনি? তবে তিনি কোথায়?

অনুচর। তাঁহার মনুমেণ্টে লুক্কায়িত আছেন। হায় প্রভু, কিসে কি হইল? তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে।—হায়, আপনি অযথা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। অযথা তাঁহাকে সিজারের অনুরাগিণী স্থির করিয়াছিলেন। এবং অযথা তাঁহাকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন।—তাই তিনি তাঁহার কল্পিত মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়া আপনার মন নরম করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন।—কিন্তু হায়, বিধির বিধানে ঘটনা ঘটিল,—অন্যরূপ!—ঠাকুরাণীও আমার,—শেষে এই সন্দেহ করিয়াছিলেন।

আণ্টনি। আঃ! তিনি বাঁচিয়া আছেন?—বাঁচিয়া আছেন? তবে একবার আমার রক্ষিগণকে ডাকো,——আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে বলো।—আঃ! আমার হৃদয়েশ্বরী জীবিতা আছেন!

রক্ষিগণ আসিল। আণ্টনি কাতরস্বরে বলিলেন,

"বন্ধুগণ! তোমাদের প্রভুর এই শেষ আজ্ঞা!——আমাকে কোনও রকমে ক্লিওপেট্রার কাছে লইয়া চল।"

---

(১৩)

এদিকে ক্লিওপেট্রা সুন্দরী,—সখীগণ-সমভিব্যাহারে সেই উচ্চ মনুমেণ্টে বসিয়া, তাঁহার মানের পালা গাহিতেছেন। চার্‌মিয়ন্‌কে তিনি বলিতেছেন, "না সখি, আমি এখান হইতে আর যাইব না। আমার যত বিপদ হয় হউক,—আমি এখান হইতে আর নড়িব না।"

অদূরে তাঁহার সেই অনুচরকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "কেমন, আণ্টনি তো জীবিত আছেন?"

অনুচর। জীবিত আছেন বটে, কিন্তু সাংঘাতিকরূপে আপন হস্তে আপনি আহত হইয়াছেন।—ঐ দেখুন, তাঁহার রক্ষিগণ তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে।"

আন্টনিকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্লিওপেট্রা বলিলেন, "হায় আন্টনি! এ কি করিলে? প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ!——"

আন্টনি। প্রাণাধিকে, অধৈর্য্য হইও না।—হায়, সিজার আন্টনিকে জয় করিতে পারে নাই,—আন্টনি নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে!

ক্লিওপেট্রা। সত্য,—আন্টনি নিজেকে নিজে জয় করিয়াছে।—কিন্তু হায়, একি! তুমি এ কি করিলে?

আন্টনি। প্রিয়ে, আমি মরিলাম,—তোমার বিরহে অধৈর্য্য হইয়া আমি মরিলাম!—জীবিতেশ্বরি! এস, সহস্র চুম্বনে তোমার নিকট শেষ বিদায় লই।

ক্লিওপেট্রা। প্রভু, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেও আমার সাহস হয় না।—হায়, আমি কি করিতে কি করিলাম!

আন্টনি। শীঘ্র এস, আর বিলম্ব সহে না,—ধিকি ধিকি আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে।

ক্লিওপেট্রা। হায়, আমার ওষ্ঠে কি সে সঞ্জীবনী-সুধা আছে যে, তোমায় বাঁচাইতে পারিব?

আন্টনি। এস প্রিয়ে, এস,—আমার অন্তিমের প্রেম-চুম্বন দাও। আমাকে কিছু মদিরা দাও,—আমি পান করি,—তবুও যদি দুটো কথা বলিতে পারি।—বলি শুন, সিজারকে কিংবা তাহার কোন লোককে বিশ্বাস করিও না। জীবনভার অসহ্য হয়, রাণীর মত মরিও,—তথাপি যেন সিজারের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া রোমে গিয়া বাঁচিয়াও থাকিও না।—প্রিয়তমে! আমি চলিলাম, দুঃখ করিও না। মনে রাখিও, কাপুরুষের ন্যায় আমি সিজারকর্ত্তৃক বন্দী কিংবা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলাম না,—প্রকৃত বীরের ন্যায় আপন হস্তে আপনি মরিলাম।—ওহো! প্রা-ণ যা-য়,—আ-র ব-লি-তে অ-ক্ষ-ম। [মৃত্যু।

ক্লিওপেট্রা। হায় নাথ! তুমি গেলে? ওহো! আমার দশা কি হইবে! এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কে আর আমায় তোমার মত ভালবাসিবে?

ক্লিওপেট্রা এবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। সখীগণ তাঁহাকে 'মিশ-

রাজ্ঞী', 'ঠাকুরাণী', 'আর্য্যে' প্রভৃতি সম্মানসূচক বাক্যে সম্বোধন করিয়া, বিধিমতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

ক্লিওপেট্রা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,

"আর আমাকে ঐ উচ্চ সম্মানে সম্বোধন করিও না,——এখন আমি একজন সাধারণ স্ত্রীলোকমাত্র। সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই এখন আমার শোকের উৎস উঠিয়াছে।—অহো মৃত্যু, কোথা তুমি? এস, এ অভাগিনীকে আলিঙ্গন করো!—আণ্টনি, প্রাণেশ্বর! হায়, আর কথা কহিবেন না,—সব শেষ,—সব শেষ!—ওহো, আমি এখনও বাঁচিয়া আছি!"

---

(১৪)

আণ্টনির সেই রক্তাক্ত তরবারি হস্তে করিয়া,—আণ্টনিরই এক লোক,—সিজারের নিকট গিয়া, সিজারকে আণ্টনির মৃত্যু-নিদর্শন দেখাইল। তারপর একে একে সব কথা বলিল। শুনিয়া সিজারের অন্তর দ্রব হইল। তিনি শোকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,

"হায় আণ্টনি! তোমার পরিণাম এই হইল? আত্মহত্যা করিয়া তুমি সকল জ্বালা জুড়াইলে?—ভ্রাতঃ! তুমি আমার উচ্চসম্মানের সমভাগী,—অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর,—নিজ বুদ্ধিদোষে আজ তুমি আত্মঘাতী হইলে? হায়, তুমি যদি কলঙ্কিনী ক্লিওপেট্রার কুহকে না পড়িতে!—তুমি বীর, সাহসী, যোদ্ধা;—তুমি প্রজাবৎসল, উন্নতমনা;——কেন তুমি, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারো নাই ভাই? কেন তুমি তোমার কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইয়াছিলে? এমন না হইলে তো আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতাম না!—হায়, আজ তোমার এই অপমৃত্যুতে আমি যার-পর-নাই দুঃখিত।"

অতঃপর সিজার তাঁহার একজন বিশ্বাসী বন্ধুকে ক্লিওপেট্রা সন্নিধানে,—সেই মনুমেণ্টে পাঠাইয়া দিলেন। বন্ধু গিয়া ক্লিওপেট্রাকে বলিলেন, তিনি যদি কাহারও কুপরামর্শে উত্তেজিত না হন এবং সিজারের বিরুদ্ধাচরণ না করেন, তাহা হইলে সিজার তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।

এ কথায় ক্লিওপেট্রা সিজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিল এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার

বশীভূত হইয়া থাকিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু কূট রাজনৈতিক চাল,—সেই ভোগবিলাসবিহ্বলা ক্লিওপেট্রা কি বুঝিবে? কিছুক্ষণ অতিবাহি হইতে-না-হইতেই, ক্লিওপেট্রার সেই মনুমেন্টের ফটক-দ্বার রুদ্ধ হইল,—ক্লিওপেট্রা বন্দিনী হইলেন।

তখন ক্লিওপেট্রার জীবনে সত্য সত্যই অনুতাপ ও ধিক্কার আসিল আণ্টনির কথা, একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইল।—সিজার তাঁহাকে রো লইয়া গিয়া, তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে একটা কৌতুককর দৃশ্য দেখাইবেন;—ইত্যাকার নানা কথা ভাবিয়া, তিনি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে আত্মঘাতিনী হইতে উদ্যত হইলেন। সিজারের সেই লোক তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করিল।

তারপর স্বয়ং সিজার সদলবলে আসিয়া, সেই অনুপমা রূপ-রাণীকে একবার দেখিলেন। দেখিলেন,—রূপ বটে! বুঝিলেন, এই রূপের মোহেই আণ্টনি আত্মহারা, বিহ্বল, উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সিজার বুদ্ধিমান্ ও চতুর,—অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিলেন না,—প্রয়োজনীয় কাজগুলি সারিয়া, সত্বর সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

মৃত্যুপর্য্যন্ত ক্লিওপেট্রার মনে ইন্দ্রিয়-লালসা ছিল। কৌশলে সিজারকে জালে ফেলিতে, সুন্দরী চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমন নহে। কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই,——চতুর সিজারের নিকট তাঁহার কোন চাতুরী খাটিল না।

শেষ সিজারের আর এক বন্ধু স্পষ্টই বলিলেন, "মিশরেশ্বরি, দুই তি দিনের মধ্যে আপনার যা সাধ-আহ্লাদ করিয়া লইতে হয়, করিয়া লউন,—অতঃপর সিজার আপনাকে বন্দিনী করিয়া রোমে লইয়া যাইবেন।"

কথাটা ক্লিওপেট্রার বুকে বিঁধিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে ইহা বিশ্বাস করিলেন কারণ সিজার এখন অদ্বিতীয় সম্রাট। তিনি যে ক্লিওপেট্রাকে এই বহু আয়াস-লভ্য মিশর ছাড়িয়া দিয়া, রিক্তহস্তে রোমে ফিরিয়া যাইবেন,—সে আশা করাই ক্লিওপেট্রার বিড়ম্বনা।

ক্লিওপেট্রা তখন বুঝিলেন, তাঁহার চারিদিক অন্ধকার। এমত অবস্থায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকাই মৃত্যু। তখন আণ্টনির সেই শেষ উপদেশ,—তাঁহার মনে জাগিল।—"জীবন-ভার অসহ্য হয়,—রাণীর মত মরিও;—তথাপি যেন

সিজারের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া রোমে গিয়া বাঁচিয়াও থাকিও না।"—বীরের সেই বীর-উক্তি মনে পড়িল। সুন্দরী বুঝিলেন, মানে মানে এখন মরিতে পারিলেই মঙ্গল।

---

(১৫)

ক্লিওপেট্রা,—প্রধানা সহচরী চারমিয়নকে ডাকিলেন। বলিলেন, "প্রিয় সখি, আমার শেষ দিন। আমাকে রাণীর মত সাজ-সজ্জায় ভূষিত করিয়া দাও। আমি যেন সসম্মানে মরিতে পারি। মরিয়া আমি প্রিয়তম আণ্টনিকে দেখিব।—চারমিয়ন, আমার পরিচ্ছদ, মুকুট প্রভৃতি লইয়া আইস।"

এই সময়ে এক গ্রাম্য-কৃষক,—বাজ্‌রায় করিয়া কতকগুলা তরি-তরকারি লইয়া, বাহিরে চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। রক্ষক আসিয়া ক্লিওপেট্রাকে সংবাদ দিল যে, সেই কৃষক ভিতরে আসিতে চায়। ক্লিওপেট্রা কি ভাবিয়া, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

কৃষক ভিতরে আসিল। ক্লিওপেট্রা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার ঐ বাজরায় নাইল নদীর বিষাক্ত কীট আছে কি?—যাহার দংশনে সহজে মৃত্যু হয়,—অথচ বিশেষ কোন যন্ত্রণা নাই?"

চাষী। হাঁ, রাণী-মা, আছে।—এই দেখুন কেমন পোকা। ইহা সর্প-জাতীয়, ইহার কামড়ে মানুষ মরে।—কিন্তু দেখিতে কেমন সুন্দর দেখুন!

ক্লিওপেট্রা। হাঁ, বেশ। তা তুমি এই বাজ্‌রা রাখিয়া এখন বাহিরে যাও।

চাষী। যে আজ্ঞা, জননি!

কৃষক বাহিরে গেল।

অন্যদিক দিয়া পরিচ্ছদ ও মুকুটাদি লইয়া, সহচরী চারমিয়ন আসিল। ক্লিওপেট্রা কহিলেন,

"সখি, আমাকে ঐ রাণীবেশে সুসজ্জিত করো। রাণীর মতই আমি মরিব। ঐ শুন, আণ্টনি আমাকে আহ্বান করিতেছেন। বিলম্ব দেখিয়া, ঐ শুন, তিনি 'সিজারের প্রণয়-প্রার্থিনী' বলিয়া, আমাকে উপহাস করিতেছেন!—স্বামিন্, প্রভু, প্রাণেশ্বর! আমি এখনি তোমার নিকট যাইতেছি,—আর বিলম্ব

নাই।—প্রকৃত রাণীর মতই আমি তোমার নিকট যাইব।——সখিগণ! এস, তোমাদিগকে একে একে বিদায়-চুম্বন দেই।"

ইরাস্ নামে এক সখী ক্লিওপেট্রার মুখচুম্বন করিয়াই মরিয়া গেল। বোধ হয়, সে ক্লিওপেট্রার অগ্রেই ইহলোক ত্যাগ করিবে বলিয়া, বিষপান করিয়া আসিয়াছিল। ক্লিওপেট্রা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হায়, আমার অধর কি এমনই গরলময়?—তোমার অধরে অধর মিলাইবা মাত্রই, তুমি প্রাণ ত্যাগ করিলে!—তবে যাও সখি! আমার প্রিয় আণ্টনির কাছে যাও,—আমিও তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি।"

চারমিয়ন। হায়! মেঘ-বৃষ্টি-অন্ধকারে,—আকাশ আচ্ছন্ন হইল! আমার বোধ হয়, স্বর্গে দেবগণ কাঁদিতেছেন!

ক্লিওপেট্রা। না, ইহা আমার গভীর দুঃখের নিদর্শন! হায়, ইরস্ যদি অগ্রে গিয়া আণ্টনির সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহা হইলে, সেই-ই আণ্টনির প্রেম-চুম্বনের অধিকারিণী হইবে। (বাক্স্রা হইতে একটি ক্ষুদ্র সর্প লইয়া বক্ষে ধারণ) এস, এস, হিংস্রক জীব!—তোমার বিষাক্ত দন্ত এই তাপিত বক্ষে বিদ্ধ করো।—হে জীব, ক্রুদ্ধ হও, আমার সব শেষ করো।—হায়, যদি তোমার কথা কহিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমি সিজারকে নির্ব্বোধ বলিয়া সম্বোধন করিতে,—ইহা আমি শুনিতে পাইতাম।

চারমিয়ন। হায়! এতদিনে পূর্ব্বদিকস্থ ধ্রুব-তারা খসিয়া পড়িল!

ক্লিওপেট্রা। শান্ত হও, ধৈর্য্য ধরো। দেখিতেছ না, আমার বক্ষে আমার শিশু বসিয়াছে,—আর ধাই-এর মত আমাকে ঘুম পাড়াইতেছে!

চারমিয়ন। হায়, এ দৃশ্যে পাষাণও বিদীর্ণ হয়!——ওঃ! আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল!

ক্লিওপেট্রা। আ-হা-হা! কি সুন্দর, কি শীতল, কি সুধা!—আণ্টনি! এই আমি তোমার কাছে চলিলাম!

অভাগিনী ক্লিওপেট্রা বাক্স্রা হইতে আর একটি সর্প লইয়া বাহুমূলে রাখিলেন। হিংস্রক জীব সেই কুসুমকোমল বাহুলতা—নির্ম্মমভাবে দংশন করিল;—আর সেই ফুল ফুটন্ত শ্বেত শতদল ম্লান ও মলিন হইয়া শয্যায় পড়িল! তারপর অনন্তকালের জন্য দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল!

চার্মিয়ন্। হায়, সর্ব্বনাশ হইল! ওঃ! কি কঠিন পৃথিবী!—ঠাকুরাণি! আর একটি কথা কও,—চক্ষু মেলিয়া আর একবার দেখ!—হায়, ঐ অপরূপ রূপ-প্রতিমার মুকুট,—স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে;—আমি উহা ভালো করিয়া পরাইয়া দেই;—তারপর তুমি অভিনয় করিও।—, ওহো সত্যই ইহা জীবন্ত অভিনয়!

এমন সময় কয়েক জন রক্ষী তথায় উপস্থিত হই

"রাণী কোথায়?"

চারমিয়ন। একটু মৃদুস্বরে কথা কও,—তাঁহার ভাঙ্গাইও না।

চার্মিয়ন্‌ও এই অবসরে সেই বাজরাস্থিত একটি বিষাক্ত কীট বক্ষে বসাইল।

একজন রক্ষী কহিল, "চার্মিয়ন্, এখানে এ কি হইতেছে?—ইহা কি ভালো কাজ?"

চারমিয়ন। ভালো কাজ,—রাণীরই যোগ্য কাজ!—রাণীর সখীরই যোগ্য কাজ! (মৃত্যু।)

এই সময় সিজার সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। একজন কহিল, "মহারাজ, আপনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে!"

সিজার। পরিণাম অসম সাহসের পরিচায়ক বটে।—বুঝিলাম, বুদ্ধিমতী মিশরেশ্বরী,—আমাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।—আচ্ছা, কিরূপে ইহারা বলো দেখি মরিল? রক্তের চিহ্ন তো কোথাও দেখি না?

একজন অনুচর রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "শেষ ইহাঁদের সঙ্গে কে ছিল?"

রক্ষী। একজন গ্রাম্য-কৃষক তরি-তরকারি লইয়া রাণীর কাছে আসিয়াছিল।—এই তাহার সেই বাজ্‌রা এখনও পড়িয়া আছে।

সিজার। তবে বিষপানে মৃত্যু হইয়াছে।—আহা, কি অপরূপ-রূপ-জ্যোতি!—মৃত্যুতেও কত উজ্জ্বল! অভাগিনী ক্লিওপেট্রা যেন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। বোধ হয়, যেন আর এক আণ্টনিকে প্রেম-পাশে বন্ধন করিবার জন্য,—ঘুমাইতে ঘুমাইতে, সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে!—হা অভাগিনী রাণী!

অনুচর। মহারাজ, ঠিক হইয়াছে।—বিষপানে মৃত্যু নয়,—বিষাক্ত ভুজঙ্গ দংশনে মৃত্যু।—সাধ করিয়াই ইহারা দেহে ভুজঙ্গ সংযুক্ত করিয়াছিল।—এই

দেখুন, বক্ষে ও বাহুমূলে রক্ত-চিহ্ন রহিয়াছে!—হাঁ, আমি জানি, এই বিষাক্ত কীট নাইল নদের গর্ভে থাকে বটে।

সিজার। তাহাই হইবে। ক্লিওপেট্রার চিকিৎসকও বলিল, বটে—কিসে সহজে ও বিনা-যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়,—ক্লিওপেট্রা সেইরূপ ঔষধের সন্ধান লইয়াছিল।—ইহাকে ইহার শয্যা-সমেত লইয়া যাও।—আণ্টনির পার্শ্বে ক্লিওপেট্রার সমাধি [illegible] ত এমন কোন সমাধি-ক্ষেত্র নাই,—যেখানে এমন দুই [illegible],—একত্র এক সঙ্গে চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন! ইহাদের দুঃখময় জীবন কাহিনী যে শুনিবে, সেই-ই দুঃখে আর্দ্র হইবে।—আমাদের বিরাট সৈন্যগণ ইহাদের অন্তিম-উৎসবে যোগদান করুক;—তার পর রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

আণ্টনির অবসানে, অক্টেভিয়াস্ সিজারই রোমের একমাত্র সম্রাট হইলেন। এবং "আগষ্টস্" নাম ধারণ করিয়া, প্রবল প্রতাপে রাজ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল হইতে রোমে শান্তিস্থাপন হইল। সে সকল কাহিনী,—এই আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত নহে।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।